اصلاح مشائخ

ইসলাহে মাশায়েখ

—পীর সাহেবদের সংশোধনী

মূল:

ইমামে রাব্বানী, শাইখুল ইসলাম,

মোজাদ্দেদে জামান, আবু নছর সৈয়দ

আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল-মাদানী (রাঃ)

অনুবাদ:

আল্লামা সৈয়দ

বাহাদুর শাহ্ মোজাদ্দেদী আল-আবেদী

লেখক পরিচিতি

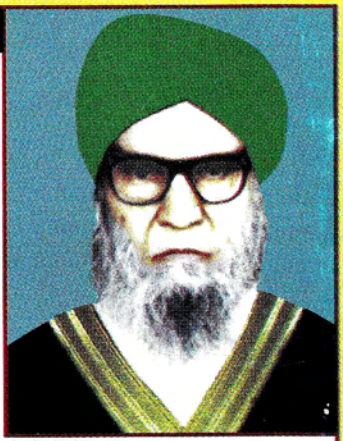

আওলাদে রাসূল, ইমামে রাব্বানী, মোজাদ্দেদে জামান, মুফতিয়ে আজম, শাইখুল ইসলাম, কাইউমে জামান হযরতুল আল্লামা আবু নসর সৈয়দ **আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী** (রাঃ)। তিনি হলেন হযরত মোজাদ্দেদে আল্-ফেসানী (রাঃ)-এর নবম বংশধর। তিনি পিতৃকুল থেকে আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর খানদানের লোক এবং মাতৃকূল থেকে হযরত ইমাম হাসান রাদিআল্লাহু আনহুর বংশধর। হুজুর কেবলা ১২৮৪ হিজরী, সাবান মাসে পবিত্র শবে বরাতের সুবেহ্ সাদিকের শুভক্ষণে মদিনা শরীফের জান্নাতুল বাকি মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন। প্রিয় নবী, নূর নবী (দঃ)-এর বাতেনী নির্দেশে এবং ভারতের রামপুর ষ্টেটের নবাব কলবে আলী খাঁর অনুরোধে ইসলাম প্রচারার্থে তাঁর চাচা মাওলানা এরশাদ হুসাইন এবং মোজাদ্দেদ সাহেব সহ ভারতের রামপুরে আগমন করেন। ভারতে তিনি ৫৭ বছর পর্যন্ত ইল্‌মে হাদীস, ইল্‌মে তাফ্‌সীর এবং ফিকাহ্-এর অধ্যাপনায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ছিলেন। সংগে সংগে তিনি ইসলামের ভিতরে মতানৈক্য সৃষ্টিকারী বিভিন্ন বাতিল আকিদা সমূহের বিরুদ্ধে বাহাছ ও মোনাজেরার অবিরাম জেহাদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কোরআন-হাদীস, ইজমা-কেয়াস ও সলফে-সালেহীন হতে স্বীকৃত **বায়া'তে রাসূল**-এর মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করেন; এর ফলে সকল বেদাতী বায়াতের মূলোচ্ছেদ ঘটলো। তাঁর ভূমিকা হলো দ্বীনের তাজদীদের ভূমিকা, তাই তিনি হলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ। ১৯৪৮ইং সনে তিনি রাসূলে করীম (দঃ)-এর গায়েবী নির্দেশে ইসলাম প্রচারার্থে ভারত থেকে হিযরত করে পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান বাংলাদেশে আসেন এবং চাঁদপুর জেলাধীন হাজীগঞ্জ থানার মোজ্জাদ্দেদ নগর (ধেররা) গ্রামে বসতী স্থাপন করেন। সেখান থেকেই তিনি এদেশের সকল ইসলাম বিকৃতিকারীদের বিরুদ্ধে দুর্বার সুন্নী আন্দোলন শুরু করেন এবং এদেশে সর্বপ্রথম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'-এর সংগঠন গড়ে তোলেন। উক্ত সংগঠনের তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন। তিনি সুন্নাতে মুতাওয়ারিছা বায়াতে রাসূলকে এদেশে পুণরায় পুনরুজ্জীবিত করে লাখ লাখ মুসলমানগণকে সত্যের সন্ধান দিয়ে বায়া'তে রাসূলে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তাঁর জীবনে অসংখ্য কেরামত প্রকাশিত হয়েছে। যিনি ইন্তেকালের পূর্বক্ষণে উপস্থিত সবাইকে বলেন, "আমাকে আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য, তোমরা সবাই নবীর প্রতি সালাত ও সালাম পড়"। এর পরক্ষনেই তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। অবশেষে মহান যুগশ্রেষ্ঠ অলী ও আশেকে রাসূল ১২৬ বছর বয়সে ৮ই অক্টোবর ১৯৮৮ইং ২৩শে আশ্বিন ২৫শে সফর শনিবার ইন্তেকাল করেন।

তাঁর রওজা শরীফ মুজাদ্দেদ নগর ধেররা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুরে অবস্থিত। প্রতি বছর ৮ই অক্টোবর ২৩শে আশ্বিন তাঁর ওরছ শরীফ ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
www.amanzimia.com/Amanzimia.com

সার্বিক সহযোগীতায় : অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম খাঁন

প্রকাশ কাল: ৭ই জানুয়ারী ২০১২

প্রকাশনায়

আল্লামা সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী (রাঃ) ফাউন্ডেশন

প্রচারণায়

বাংলাদেশ হিজবুর রাসূল (দঃ)

শুভেচ্ছা বিনিময়: ২০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:

* **আবেদীয়া বাহাদুর শাহীয়া মোজাদ্দেদীয়া খানকা শরীফ**
  ৯ বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ।
* **ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ**
  মোজাদ্দেদ নগর, ডাকঘর- বলাখাল
  উপজেলা- হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
* **আল্-মাদানী কুতুবখানা**
  ৭নং বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ।

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

পূর্বকথা

আমার ওয়ালেদে বুযুর্গওয়ার কাইউমে জামান, মোজাদ্দেদে জামান, শাইখুল ইসলাম, ইমামে রাব্বানী, আল্লামা সৈয়দ **আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী** (রাঃ) পীর সমাজের ইসলাহ্ কল্পে **'ইস্‌লাহে মাশায়েখ'** নামক কিতাবখানা উর্দু ভাষায় হিঃ ১৩৯৯ (১৯৭৯ খৃস্টাব্দ) সনে লিখেন। আল্লাহ্ ও রাসূলের দ্বীন ইসলামকে পীর সমাজ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার কল্পে রাশি রাশি বিদ্‌আত ঢুকাইয়া একটি সম্পূর্ণ বিকৃত রূপ দিয়েছিলেন। ঐ সমস্ত বিদ্‌আতকে উৎখাত করিয়া কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক সঠিক বা'য়াতকে জনসমুক্ষে তুলিয়া ধরাই কিতাবখানা লিখার মূল উদ্দেশ্য। ঐ সমস্ত বিদ্‌আত কুঠারাঘাত হানিয়াছে ঈমান ও আমলের মূলে। ঈমান ও আমলের বিশদ্ধতার জন্য বইখানা একান্তই আবশ্যক। পীর সমাজ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বা'য়তে রাসূলকে উৎখাত করিয়া বিভিন্ন বিদআতী বায়াত প্রবর্তন করিয়াছেন, যাহার ফলে পীরী-মুরীদীর মাধ্যমে সমূহ বিদ্‌আতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে।

আশা রাখি উক্ত পুস্তকখানা পাঠ করে পাঠক সমাজ ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক বায়াতের সন্ধান পাবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম আমাদের মহান সরদার ও নবী এবং আমাদের মুনিব হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর। যাঁকে আল্লাহ্ তাআলা জ্বিন ও ইনসানের প্রতি বিশ্ব জগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন আর তাঁর বংশধর এবং সঠিক পথ প্রদর্শনকারী ও সঠিক পথ প্রাপ্ত সাহাবীগণদের উপর আর হেদায়াত প্রাপ্ত উম্মতের উলামাগণের উপর এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁর মিল্লাতের সমস্ত বুযুর্গানের উপর।

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা 'ফাতাহ্'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ *

(লাক্বাদ রাদিআল্লাহু আনিল মু'মেনিনা ইজ্ ইউবায়েউনাকা তাহ্তাশ সাজারাত)

— "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তাঁরা বৃক্ষের তলদেশে আপনার হাতে বা'য়াত গ্রহণ করেছেন।"

অত্র আয়াতের শানে নুযুল:

হুদায়বিয়া নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি বৃক্ষের নীচে বসে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়ে সাহাবাগণকে বা'য়াত গ্রহণ করিয়েছিলেন। সে বা'য়াত গ্রহণ করানোর পর এই আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ হয়েছে।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা **বা'য়াতে রাসূল** গ্রহণ কারীগণের উপর স্বীয় সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেন। এই বা'য়াতের উপর আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির কারণে এই বা'য়াতকে **বা'য়াতে রিদওয়ান**-ও বলা হয়; তবে এই বা'য়াতের সময় সকল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন না। অথচ কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা সকল সাহাবাকে **তাঁদের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট** বলে অভিহিত করেছেন। এই কারণে মুসলমানগণ প্রত্যেক সাহাবাকে **'রাদিয়াল্লাহু আনহু'** বাক্য দ্বারা স্মরণ করেন। যেহেতু অন্যান্য ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দ্বীনের দায়িত্বের ব্যাপারে সাহাবাগণ হতে বা'য়াত নিয়েছেন। যা হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত এবং এ প্রসঙ্গটি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) القول الجميل (*আল্-কাওলুল জামীল*) নামক স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত আয়াতের শানেনুযুল যদিও নির্দিষ্ট কিন্তু আয়াতের শব্দ সমূহ ব্যাপক অর্থবোধক। আল্লাহ্ তাআলা আয়াতের মধ্যে اصحاب (*আস্হাব*) শব্দ উল্লেখ না করে المؤمنين (*আল্ মু'মিনিনা*) শব্দ উল্লেখ করেছেন। যার ফলে এই শব্দ হতে কেয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল মুমীনকে বুঝাবার অবকাশ

রয়েছে। কেননা আরবী ব্যাকরণ মতে বিশেষ্যের বহুবচন و (*ওয়া*) এবং ن (*নুন*) দ্বারা হলে এবং তার সাথে ال (*আলিফ লাম*) যুক্ত হলে সেখানে استغرک (*ইস্‌তিগরাক*) তথা সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হবার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন علم (*আলম*) শব্দের বহুবচন العلمين (*আলামিন*)। এখানে ال (*আলিফ লাম*) এসেছে استغرک (*ইসতিগরাক*)-এর অর্থ প্রকাশ করার জন্য। তাই সৃষ্টি জগতের অনু-পরমাণু সবকিছুই العلمين (*আলামিন*) শব্দের অন্তর্ভুক্ত, আর رب العلمين (*রাব্বিল আলামিন*)-এর অর্থ হল আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র জাহানের পালনকর্তা। সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর আওতার বাইরে নেই। অনুরূপ نبی (*নাবি*) শব্দের বহুচন النبين (*আন্‌নাবিইন*)। এখানেও ال (*আলিফ লাম*) এসেছে استغرک (*ইসতিগরাক*)-এর অর্থে। যার মধ্যে তাশরীয়ি নবী, গায়েরে তাশরীয়ি নবী, জিল্লী নবী, বরূযী নবী সহ সকল প্রকার নবী অন্তর্ভুক্ত। কোন প্রকারের নবী نبی النبين (*নাবিয়ূন নাবি*)-এর নবুয়তের আওতার বাইরে নেই। خاتم النبينا (*খাতামুন নাবিইন*)-এর মর্মার্থও হলো রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সমস্ত নবী এবং সকল প্রকারের নবীর শেষ নবী। তাঁর পবিত্র স্বত্তাকে দিয়েই নবুয়তের দপ্তরের শেষে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য সীল করে দেয়া হয়েছে। তাই রাসূলের যুগে কিংবা পরবর্তীতে কেয়ামত পর্যন্ত যারাই কোন প্রকারের নবুয়ত দাবী করবে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দাজ্জাল নামে অভিহিত করেছেন। তাই দাজ্জাল নবীকে সমর্থনকারী দাজ্জালের উম্মতই হবে এবং রাসূলের উম্মতে মুসলিমার অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদিও তারা মুসলমানের মতো কালেমা-নামাজ পড়ে থাকে, কাবা শরীফকে কেবলা মানে, রোজা রাখে, যাকাত প্রদান করে, হজ্জ্ব পালন করে, হাফেজে কোরআন, মুফাস্‌সির, কারী, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও মুফতী হয়ে থাকে, রাত-দিন ইবাদতে ব্যস্ত থাকে তথাপি মুসলমান নয়; বরং সে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ফতোয়া অনুযায়ী দাজ্জাল এবং দাজ্জালের উম্মতই হবে। যেমন নবুয়ত দাবীকারী বাহাউল্লাহ্ ইরাণীর উম্মত বাহাঈ ফের্কা। যারা নিজেদের বাহাঈ লোক বলে দাবী করে থাকে। তাদের হেড অফিস ঢাকা শান্তি নগরে অবস্থিত। বাংলাদেশের হাজার হাজার মুসলমানদেরকে গোপনে উম্মতে মুহাম্মদীয়া হতে বের করে উম্মতে বাহাঈয়াতে রূপান্তরিত করেছে। আরেক নবুয়ত দাবীকারী মির্জা গোলাম আহমেদ। পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক স্থানের অধিবাসী। তার অনুসারীরা নিজেদেরকে কাদিয়ানী জামাত দাবী করে। তাদের হেড অফিস ঢাকার বকশী বাজারে অবস্থিত। গোপনে তারাও লাখ লাখ মুসলমানকে উম্মতে মুহাম্মদীয়া হতে বের করে পাঞ্জাবস্থ এই দাজ্জালের উম্মতে রূপান্তরিত করছে। আরেক নবুয়ত দাবীকারী ভারতের ইলিয়াছ মেওয়াতি। যিনি নিজের লিখত ملفوظات (*মালফুজাত*) নামক কিতাবের ১২৫ নং পৃষ্ঠায় নবুয়ত দাবী করেছেন, যার হেড অফিস দিল্লীর নেজাম উদ্দীন বস্তিতে। তার উম্মতের নাম হলো তাবলীগ জামাত। ঢাকাস্থ কাকরাইলে তাদের কেন্দ্র। দাজ্জাল মেওয়াতীর

উম্মতেরা ইলিয়াছি ধর্মের ছয় উসুলের প্রচার করে থাকে। প্রকাশ্য ভাবে তবলীগ করে লাখ লাখ মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করে তাদেরকে উম্মতে মুহাম্মদী হতে রূপান্তরিত করে মেওয়াতি দাজ্জালের উম্মতে পরিণত করছে। তারা নিজেদের দলভুক্তদের ছাড়া বাকী সবাইকে ইসলামের বাইরে বা কাফের মনে করে। কেননা তাদের নবী দাজ্জাল মেওয়াতি স্বীয় পুস্তক মালফুজাত-এর ৪৬নং পৃষ্ঠায় তবলীগ জামাতের চিল্লায় অংশগ্রহণকারী এবং তাদের সাহায্যকারীদের মধ্যেই ইসলামকে সীমায়িত করেছে। অন্য সকল মুসলমানকে ইসলাম হতে বের করে দিয়েছে। উক্ত পুস্তকের ৫১নং পৃষ্ঠায় নিজের দলের বাইরে অবস্থানরত সবাইকে বেদ্বীন বলে মন্তব্য করেছে। তার অনুসারীরা তবলীগ ভাইদেরকে এই বলে হেদায়েত করছে যে, তোমরা এই বেদ্বীন এবং বেঈমানদের নিজে গিয়ে তাদেরকে দ্বীন এবং ঈমানের দাওয়াত দাও। তাই তবলীগ জামাত মসজিদে মসজিদে গিয়ে মুসলমানদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা এই দাজ্জালদের ধোকা ও প্রতারণা হতে মুসলমানদের ঈমানকে রক্ষা করুন। — আমিন।

মোটকথা العلمين (*আলামিন*) এবং النبين (*আন্‌নাবিয়িনা*)-এর মতো المؤمنين (*আল্ মু'মিনিনা*) শব্দের ال (*আলিফ লাম*) অক্ষর দ্বয় استغرك (*ইসতিগ্‌রাক*)-এর অর্থ প্রকাশ করে বিধায় সমস্ত মুমীন المؤمنين (*আল্ মু'মিনিনা*) এর অন্তর্ভুক্ত। এই শব্দটি সাহাবায়ে কেরামের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এই কারণে মহান আল্লাহ্ তাআলা يباعونك (*ইউবায়েউনাকা*) শব্দ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয়গণ বিদ্যমান। এবং ভবিষ্যত সময়ের সর্বশেষ সময় হলো কেয়ামত। এই ব্যপকতাও প্রমাণ করছে যে, বা'য়াতে রিদওয়ান সাহাবা কেরামের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

আয়াত যখন عام (*আম*) হয় তখন حكم (*হুকুম*)-ও عام (*আম*) হয়। কেয়ামত পর্যন্তের জন্য আল্লাহ্ তাআলা বা'য়াতে রিদওয়ান-এর দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন, যাতে যে কোন মুসলমান বা'য়াতে রিদওয়ান-এর অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে সে যেন বা'য়াতে রিদওয়ান করতে পারে। সে যেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং رضى الله عنهم (*রাদিয়াল্লাহু আনহুম*)-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং কেয়ামত দিবসে সে যেন সাহাবায়ে কেরামের সাথে হাশর করতে পারে। তবে তার জন্য পূর্ব শর্ত হলো, সে যেন মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বা'য়াতে রাসূল-এর উপর অটল থাকে এবং অন্য কোন বা'য়াত গ্রহণ অথবা অন্য কোন প্রকারের বিরোধীতা করে বা'য়াতে রাসূল ভংগ না করে।

আয়াতটির মধ্যে মহান আল্লাহ্ তাআলা جهاد (*জেহাদ*) শব্দ উল্লেখ করেন নি। যদি করতেন, তাহলে সেটা بايعت جهاد اصغر (*বা'য়াতে জিহাদে আসগর*)-এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। আল্লাহ্ তাআলা সাধারণ ভাবে

بـايعت رسول (*বা'য়াতে রাসূল*)-এর কথা বলেছেন। যাতে অন্যান্য মুসলমানগণ বা'য়াতে রিদওয়ান-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যাঁরা রাসূল (দঃ)-এর কাছে অন্যান্য দ্বীনি কাজে বা'য়াত গ্রহণ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ছাহাবায়ে কেরামগণ হতে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির উপর অটল থাকার এবং শরীয়ত বিরুদ্ধ কর্মকান্ড হতে বিরত থাকার উপর বা'য়াত গ্রহণ করেছেন।

মোট কথা যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় এবং রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মধ্যে শামিল হতে চায় তারা যেন হক্কানী মুর্শিদের উছিলায় বা'য়াতে রাসূল করে নেয়। হক্কানী মুর্শিদের শর্ত সমূহ ইনশাল্লাহ্ সামনে আলোচনা করা হবে।

কোরআনুল কারীমের ৬৬৬৬টি আয়াত তেলাওয়াত করুন প্রমাণিত হবে যে بـايعت رسول (*বা'য়াতে রাসূল*) ব্যতীত কোন ইবাদত এবং পূন্যের কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে না। একমাত্র বা'য়াতে রাসূল-এর মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব বলে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেছেন। এতে করে বুঝা গেল বা'য়াতে রাসূল-এর গুরুত্ব কত বেশী। এত বড় আল্লাহ্‌র নেয়ামত যে মুসলমান অর্জন করবে না তার চেয়ে বড় দুর্ভাগা আর কে হতে পারে?

বর্ণিত আয়াতের মধ্যে বৃক্ষের বিষয়টি হলো قيد اتفاق (*ক্বয়দে ইত্তিফাকি*); قيد حقيق (*ক্বয়দে হাকিকি*) নয়। এখানে এ অর্থে নেওয়া যাবে না যে, রাসূল (দঃ) বৃক্ষের নীচে বা'য়াত নিলে সেটাই হবে بـايعت رضوان (*বা'য়াতে রিদওয়ান*) এবং তার উপরই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকবেন, অন্য কোন স্থানে তশরীফ নিয়ে বা'য়াত নিলে সেটা বা'য়াতে রিদওয়ান হবে না এবং সে বা'য়াত-এর উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকবেন না।

قيد اتفاق (*ক্বয়দে ইত্তিফাকি*)-র অর্থ হলো যে হুজুর (দঃ) ঘটনাক্রমে বৃক্ষের নীচে তশরীফ নিয়েছিলেন। তিনি যদি দ্বিতীয় কোন স্থানে তশরীফ নিয়ে বা'য়াত গ্রহণ করতেন তখনও সেটাই বা'য়াতে রিদওয়ান হতো। এটা যদি ক্বয়দে হাকিকি হতো তাহলে অন্য কোন স্থানে তশরীফ নিয়ে যদি বা'য়াত করাতেন তা বা'য়াতে রিদওয়ান হতো না।

রাসূল (দঃ) যেখানেই অবস্থান গ্রহণ করে ছাহাবায়ে কেরাম হতে বা'য়াত গ্রহণ করেছেন সেখানেই উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম বা'য়াতে রিদওয়ান-এর অন্তর্ভুক্ত। সেটা হুদাইবিয়া বাসীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সে কারনেই সকল সাহাবাগণকে রাদিআল্লাহু আনহু বলা হয়।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য بـايعت رسول (*বা'য়াতে রাসূল*) শর্ত। সে কারণেই আয়াতের মধ্যে اذ (ইজ্) শব্দটি উল্লেখ করেছেন যা حرف شرط

(*হরফে শর্ত*)-এর অন্তর্ভুক্ত। اذافات اشرط فات المشروط (*ইজা ফাতাশ শার্তু ফাতাল মাশরুত*) অর্থাৎ যখন শর্ত পাওয়া যাবে না মাশরুতও পাওয়া যাবে না। সুতরাং যেখানে বা'য়াতে রাসূল পাওয়া যাবে না, সেখানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্যান্য ইবাদতের জন্য কবুলিয়াত শর্ত; কিন্তু বা'য়াতে রাসূল যখন একাগ্রতার সাথে করা হবে এবং কোন মুনাফেকী করা হবে না সেটাই কবুলিয়াত-এর জন্য যথেষ্ট। অন্যান্য ইবাদত কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে। কিন্তু বা'য়াতে রাসূল-এর মধ্যে কবুল না হবার কোন বিষয় নেই। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা নিঃশর্ত ভাবে নিজের সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

مضارع (*মুযারিয়ু– বর্তমান ও ভবিষ্যত*)-এর শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ্ তাআলা এই ইংগিত দিয়েছেন যে, বা'য়াতে রিদওয়ান-এর দরজা কেয়ামত পর্যন্ত সকল ঈমানদারের জন্য উন্মুক্ত। যে কোন মুসলমান সত্যিকার মুর্শিদের মাধ্যমে বা'য়াতে রাসূল করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলা কোরআনুল কারীমের ছুরা ফাতাহ-র অন্যত্র বলেছেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَا يِعُوْ نَكَ اِنَّمَا يُبَا يِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِ يْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۞

(ইন্নাল্লাজিনা ইউবায়েউনাকা ইন্নামা ইউবায়েউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদীহিম, ফামান নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ান কুছু আলা নাফ্‌সিহী ওমান আওফা বিমা আহাদা আলাই হুল্লাহা ফাসাইউতিহী আজরান আজীমা।)

— "হে নবী যে মুসলমান আপনার নিকট বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে বা'য়াত গ্রহণ করবে, সে আল্লাহ্‌র হাতেই বা'য়াত গ্রহণ করবে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর থাকবে। যারা বা'য়াতে রাসূল ভংগ করবে সে তার নফস্‌কে বড় ক্ষতি করল আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করল অর্থাৎ আমৃত্যু বা'য়াতে রাসূল-এর উপর অটল থাকল, তাকে মহান বিনিময় অর্থাৎ বেহেশ্‌ত দান করা হবে।"

বর্ণিত আয়াতে انما (*ইন্নামা*) শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট করে এই অর্থই বুঝানো হয়েছে যে, শুধুমাত্র রাসূলের بايعت (*বা'য়াত*)-ই হবে بايعت خدا (*বা'য়াতে খোদা*) অন্য কোন ব্যক্তির বা'য়াত কখনো বা'য়াতে খোদা হবে না। এমনকি কোন ফেরেশতা কিংবা নবী রাসূলের বা'য়াতও বা'য়াতে খোদা হবে না। কেননা রাসূল (দঃ) আল্লাহ্‌র মাহ্‌বুব, প্রধান খলিফা এবং নবীগণের নবী; অন্য সকল নবী তাঁর উম্মতের মধ্যে শামিল। আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা নেয়ার সময় সমস্ত নবীগণ হতে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তোমাদের সকলের শেষে এমন একজন নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন যিনি তোমাদের সকলের নবুয়তকে স্বীকৃতি দেবেন।

হে নবীগণ! আমার ইজ্জতের শপথ, তোমরা সবাই তাঁর উপর অবশ্যই ইমান আনবে এবং তাঁকে সহযোগিতা করবে। তোমরা সবাই কি এই কথার উপর স্বীকৃতি দিচ্ছ, আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হচ্ছ? সমস্ত নবীগণ বললেন— হে আল্লাহ্ আমরা সবাই এই সম্মানিত রাসূলের উপর ঈমান আনার জন্য সম্মতি প্রকাশ করলাম। অর্থাৎ তাঁর উপর অনুপস্থিত অবস্থায় ঈমান আনলাম। যদি তাঁর সময়ে উপস্থিত থাকি তাহলে তাঁর উম্মতের সদস্য হয়ে তাঁকে সহযোগিতা করব। আল্লাহ্ তাআলা বলেন— হে নবীগণ! তোমরা একে অপরের স্বাক্ষী হয়ে যাও, এই কথার উপর যে, শেষ নবীর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে সহযোগিতা করবে। হে নবীগণ তোমরা একে অপরের উপর স্বাক্ষী হয়ে যাও এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী হয়ে থাকলাম।

ইমাম জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (রহঃ) তাঁর লিখিত কিতাব خصائص الكبرى (*খাছায়েছুল কুবরা*) শরীফে লিখেছেন, "এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নবীগণের নবী হওয়ার প্রমাণ বহন করে।" তিনি আরো লিখেছেন, "সমস্ত নবীগণ রাসূল (দঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ায় এসে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করে দুনিয়া হতে তাশরিফ নিয়ে গেছেন।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নবুয়ত এবং রেছালাতের বাদশাহ্, সকল নবী তাঁর প্রতিনিধি। এই মর্যাদার কারণেই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বা'য়াত হবে বা'য়াতে খোদা।

দ্বিতীয় কারণ হলো— রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর স্বত্তা আল্লাহ্র زات (*জাতী*) নূরের আলোকছটা। যা ইমাম জুরকানী তাঁর লিখিত কিতাব شرح موا هب لدني (*শরহে মাওয়াহিবু লাদুনিয়া*)-র মধ্যে লিখেছেন। ইমাম আহমেদ রেজা (রহঃ) তাঁর লিখিত কিতাব صفا الصفا فى نور المسطفع (*সাফা-উস-সাফা ফী নূরিল মুস্তফা*)-র মধ্যে বহু দলিল দ্বারা প্রমাণিত করেছেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বা'য়াত হবে বা'য়াতে খোদা, অন্য কোন নবীর বা'য়াত নয়। কারণ অন্য কোন নবী-রাসূলকে আল্লাহ্ তাআলা সে মর্যাদা দান করেন নি; যা আল্লাহ্ তাআলা রাসূল (দঃ)-কে দান করেছেন। এ কারণেই মহান আল্লাহ্ তাআলা শুধু রাসূল (দঃ)-কে নূর বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্য কোন নবীকে নূর বলেন নি। এমন কি ফেরেশতাগণকেও নূর বলেন নি; কারণ ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্ তাআলার স্বীয় صفاتى (*সিফাতি*) নূর হতে তৈরী করেছেন। এক হাদিস মতে ফেরেশতাগণ নূরে মুহাম্মদী হতে তৈরী এবং আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, হুর, গেলমান, বেহেশত ইত্যাদি তথা সমগ্র জগত নূরে মুহাম্মদী হতে সৃষ্ট। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۞

(*কায্জায়াকুম মিনাল্লাহি নূরুন ওয়া কিতাবুম্ মুবিন*)

— "নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে একটি সম্মানিত নূর এবং আলোকিত কিতাব তাশরিফ এনেছেন।"

আয়াতের মধ্যে نور (*নূর*) শব্দের তানবীন তাজীম বা সম্মান সূচক অর্থের জন্য ব্যবহৃত, আর এই সম্মানিত নূর দ্বারা রাসূল (দঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। যাঁকে মানবতার প্রলেপ দিয়ে বা মানুষের জামা পরিধান করিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। যাতে মানুষেরা তাঁর নিকট হতে ফায়েজ, হেদায়েত এবং ঈমান গ্রহণ করতে পারে। আর আলোকিত কিতাব দ্বারা কোরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে।

যেমনি ভাবে মহান আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম গুলোর সম্পর্ক মহান আল্লাহ্ তাআলার স্বত্তার সাথে, ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আসল স্বত্তার সম্পর্ক আল্লাহ্ তাআলার স্বত্তার সাথে। আর মুহাম্মদ (দঃ)-এর মূল স্বত্তা আল্লাহ্ তাআলার স্বত্তার মূল অংশ নয়; আল্লাহ্র মূল স্বত্তা হতে বিচ্ছিন্নও নয়।

হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে মহান আল্লাহ্ তাআলার نور قديم (*নূরে কাদিম– প্রথম নূর*) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সে জন্য তাঁর হাতে بايعت (*বা'য়াত*) গ্রহণ بايعت خدا (*বা'য়াতে খোদা*) হিসেবে বিবেচিত। কোন কোন মৌলভী উপরোক্ত আয়াতে نور (*নূর*) দ্বারা كتاب مبين (*কিতাবুম্ মুবিন*) অর্থাৎ কোরআনকে বুঝিয়েছেন। এটা তাদের ভুল ধারণা, কেননা ব্যাকরণ মতে معطوف (*মা'তুফ*) ও معطوف عليه (*মা'তুফ আলাইহী*)-এর মধ্যে মৌলিক দ্বন্ধ থাকতে হয়, তাই এই দুইটা এক হতে পারে না। নূর ভিন্ন বিষয় এবং কিতাব ভিন্ন বিষয়। তাই নূর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এই নূর কোথা হতে আসল? আসমান হতে, না আরশ হতে? না এই নূর বরং আল্লাহ্র পক্ষ হতে এসেছেন! কেননা স্বত্তাগত নূর আল্লাহ্র পক্ষ হতেই আসেন; আর এই নূর উন্মুক্ত অবস্থায় আগমন করা অসম্ভব বিষয়। তাই সেটার উপর মানবের জামা পরিধান করিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যাতে তাঁর সান্নিধ্যে এসে জিন এবং ইনছান ঈমান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

আর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নূর স্বত্তাগত বলেই আল্লাহ্ তাআলা মেরাজ রজনীতে তাঁর স্বত্তাকে নিয়ে কপালের চোখে আল্লাহ্র দর্শন দান করেন। অন্য কারো জন্য এই দর্শন সম্ভব নয়। কারণ অন্য কারো স্বত্তা সে রকম নয়। এ কারণেই হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার দর্শন করতে সক্ষম হননি। অথচ যিনি তুর পাহাড়ে আবেদন করেছিলেন:

رَبِّ اَرِنِىۡۤ اَنۡظُرۡ اِلَيۡكَ قَالَ لَنۡ تَرٰٮنِىۡ وَلٰـكِنِ انۡظُرۡ اِلَى الۡجَبَلِ *

(রাব্বি আরনি আনজুরু ইলাইকা কালা লান তারাফি ওয়া লাকিন উনছুর ইলাল জাবাল)

— "হে প্রভু! আপনি আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখতে চাই।"

আল্লাহ্ তাআলা বললেন— তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও। তারপর আমার তাজাল্লী যদি পাহাড়ের উপর স্থিতিশীল হয় তখন তুমি দেখতে পাবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা যখন নিজের তাজাল্লী পাহাড়ের উপর অবতরণ করলেন পাহাড় তন্নতন্ন হয়ে গেল এবং এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে মুসা (আঃ) বেঁহুশ হয়ে গেলেন। অতঃপর মুসা (আঃ)-এর যখন হুশ ফিরে আসল তখন তিনি তাঁর প্রার্থনার জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্ আমি তওবা করলাম।

মুসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক তাজাল্লী দর্শন করে বেঁহুশ হয়ে গেলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আল্লাহ্ তাআলার মূল স্বত্তার দর্শন করলেন মুচকী হেসে হেসে। যদি জাতিগত নূরের আলোকছটা ছড়ানো হতো তাহলে সমগ্র জগত জ্বলে-পুড়ে ছাড়খার হয়ে যেত। মেরাজের রাত্রিতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) রফরফের উপর আরোহন করে উপরের দিকে যাত্রা করলেন এবং হযরত জিব্রাইল (আঃ) নিজের স্থানে ছিদ্‌রাতুল মুনতাহাতে থেকে গেলেন। তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন— আমি যদি আমার স্থান হতে পলক পরিমাণও উপরের দিকে যাবার চেষ্টা করি আমি জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাব। এর কারণ ছিল এই যে, যেহেতু তিনি গুণবাচক নূর হতে তৈরী। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন সেখানে আল্লাহ্ তাআলার জাতি নূরের তাযাল্লী ছিল। সেখানে তিনিই যেতে পারেন, যার স্বত্তা জাতি নূরের সাথে সম্পৃক্ত। গুণবাচক নূরের তৈরী সৃষ্টি যদি সেখানে যেত তাহলে জ্বলে-পুড়ে ছাড়খার হয়ে যেত। কিন্তু নবী বিদ্বেষী ওহাবীরা আল্লাহ্‌র নবীর এই মর্যাদাকে অস্বীকার করে থাকে; অথচ এটা কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তারা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বড় ভাইয়ের মতো মনে করে। (ইসমাইল দেহলভী প্রণীত 'তাকবীয়াতুল ঈমান' দ্রষ্টব্য) বরং তারা রাসূল (দঃ)-কে নিজের মতো মানুষ মনে করে। যেমন করতো আবু জেহেল।

এটা কোন নতুন বিষয় নয় যে, প্রতিটি নবীর যুগের কাফেররা নবীর নতুয়তকে এই বলে অস্বীকার করতো যে, উনি আমাদের মতো মানুষ। তাই আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের এই উক্তিকে নবীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কোরআনের 'ছুরা ইয়াছিন' শরীফে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "কাফেররা তাদের যুগের নবীগণকে বললো, তুমি আমাদের মতো মানুষ।" সুতরাং কোরআন দ্বারা প্রমাণিত যে, নবীগণকে নিজেদের মতো মানুষ বলা সেটা কাফেরদের অভ্যাস; মুসলমানদের নয়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজে অথবা আল্লাহ্‌র

হুকুমে যেখানে বলেছেন, আমি তোমাদের মত মানুষ। সেটা ছিল রাসূল (দঃ)-এর নমনীয়তা, সেটা উম্মতের জন্য দলীল নয়। (তাফসিরে আব্বাসী দ্রষ্টব্য)

কাফেররা কেয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে নিজেদের মতো মানুষ বলতে থাকবে। মুনাফেকদের মুখে মুখে আবু জাহেলদের এই উক্তি উচ্চারিত হতে থাকবে। মুসলমানদের সতর্ক হওয়া উচিত।

بـايعت (*বা'য়াত*) সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রাসূল (দঃ)-এর হাত মোবারককে সম্মানসূচক অর্থে নিজের হাত বলে অভিহিত করেছেন। অথচ আল্লাহ্ তাআলার স্বত্তা শারীরিক আকার হতে মুক্ত। যারা আল্লাহ্ তাআলার আকার বা শরীর আছে মনে করে, ফকীহ্গণ তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। (শরহে ফিকহে আকবর দ্রষ্টব্য)

মহান আল্লাহ্ তাআলা যাকে সম্মানিত করেন নবী বিদ্বেষীরা তাঁকে বিভিন্ন ভাবে অসম্মানিত করতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এটা কত দিন সহ্য করবেন?

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে কবির'-এর মধ্যে يد (*ইয়াদ*– হাত) শব্দ দ্বারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপত্তা এবং নেয়ামত হিসেবে অর্থ গ্রহণ করেছেন। সে অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে, যে ব্যক্তি রাসূলের হাতে বা'য়াত গ্রহণ করবে মহান আল্লাহ্ উভয় জাহানে তাকে হেফাজত করবেন, উভয় জাহানে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে নেয়ামত লাভে ধন্য হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা'য়াতে রাসূল ভঙ্গ করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি দুনিয়া হতে যাবার সময় বা'য়াতে রাসূল সাথে নিয়ে যাবে এবং অন্য কোন বা'য়াত গ্রহণ করে বা'য়াতে রাসূল ভংগ করবে না, সে জান্নাত পাবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তাআলা বা'য়াতে রাসূল গ্রহণকারীর জন্য যে নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ্ তাআলা তা পূরণ করবেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

* اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (*ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুখলিফুল মিয়াদ*)
— "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।" — (আলে-ইমরান)
* لَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ (*লান ইয়ুখলিফাল্লাহু ওয়াদা*)
— "আল্লাহ্ কখনো তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।" — (আল্-হাজ্ব)

কিন্তু ওহাবীদের মতে আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারেন। কারণ তাদের মতে আল্লাহ্ মিথ্যা কথা বলতে পারেন। (তাকবীয়াতুল ঈমান, ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, বারাহিনে কাতেয়া দ্রষ্টব্য)

ছুন্নী মুসলমানেরা বা'য়াতে রাসূল করার পর শুধুমাত্র সেটার উপর মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকতে পারে এবং ওলি হবার জন্য আল্লাহ্র ওলীগণ যে কোর্স নির্ধারণ

করেছেন সেটা সম্পন্ন করতে না পারলেও অন্তত কোরআন হাদিসের আলোকে এতটুকু উপকৃত হবে যে, সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে। সে ইহ জগতে ও পরজগতে সকল প্রকার বিপদ-আপদ হতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদ থাকবে। বেহেশ্‌ত লাভের নিশ্চয়তাও বিদ্যমান। পাশাপাশি একশতজন শহীদের সওয়াব লাভে ধন্য হবে। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مَا ئَةُ شَهِيْدٍ * (البيهقى)

(মান তামাস্ সাকা বিসুন্নাতী ইন্‌দা ফাসাদা উম্মাতী ফালাহু আজরু মিয়াতী শাহিদীন।)

— "আমার উম্মতের ফাসাদের কালে যে আমার সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরবে তার জন্য রয়েছে একশত শহীদের সওয়াব।"

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) লিখিত কিতাব 'আল্-কাওলুল জামীল' এবং বহু হাদিস শরিফ দ্বারা প্রমাণিত যে বা'য়াতে রাসূল সুন্নত। যা ১২০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ১৫০ বৎসর ধরে ওহাবীরা সেটা মৃত ঘোষণা করে বেদআতী বা'য়াত চালু করল এবং তাদের অনুসরণ করে কিছু কিছু ছুন্নী পীর সাহেবরাও সে প্রথা গ্রহণ করলো।

শাহ্ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)-এর একজন মুর্খ মুরীদ আহমদ যিনি রায় বেরেলীর চাহরাণ পুরের অধিবাসী ছিলেন। তাকে ওহাবীদের প্রথম ইমাম মৌলভী ইসমাইল দেহলভী বিভ্রান্ত করার কারণে সে বা'য়াতে রাসূল ভংগ করল, সে বা'য়াতে রাসূল-এর পরিবর্তে বেদআতী বা'য়াত চালু করে দিল।

তার মুরীদ মৌঃ কারামত আলী জৈনপুরী সাহেব 'জখীরায়ে কারামত' গ্রন্থের ২য় খন্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— আমার পীর সৈয়দ আহমদ সাহেব বা'য়াত গ্রহণের সময় এভাবে বলতেন:

توبہ کیا میں نے سب بری باتوں سے برے کاموں سے کلمہ
طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ - بیعت کیا میں نے
طریقہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ مجددیہ اور محمدیہ
کے اوپر ہاتھ فقیر سید احمد کے -

(তওবা কিয়া মায়নে ছব বুরি বাতুছে, ছব বুরি কামুছে। কালেমা তাইয়্যেব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। বা'য়াত কিয়া মায়নে তরিকায়ে কাদেরীয়া, চিস্তিয়া, নক্‌সবন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া, আওর মুহাম্মদীয়াকে উপর হাত ফকির সৈয়দ আহ্‌মদকে।)

— "আমি তওবা করলাম সকল মন্দ কথা হতে ও সকল মন্দ কাজ হতে। কলেমা হল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। আমি বা'য়াত হলাম কাদেরিয়া,

চিশ্‌তিয়া, নক্সশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া ও আওর মুহাম্মদীয়া তরীকায় সৈয়দ আহমদ বেরলভীর হাতে।"

এই পদ্ধতি এখনও সৈয়দ আহমেদ বেরেলভীর সিলসিলাতে প্রচলিত আছে।

চার তরীকার অনুমতি প্রাপ্ত ইমাম হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) স্বীয় কিতাব القول الجميل (*আল্-কাওলুল জামীল*) এর মধ্যে লিখেছেন— পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরাম ও চার তরীকার ইমামগণ বা'য়াত গ্রহণ করতেন এইভাবে:

قُل بَايَغتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَي اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ جُلَفَا ئِهِ عَلي خَمسٍ شَهَادَةَ اَن لاَّالهَ الاَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُولُ اللّهِ وَاقَامِ الصَّلاَةِ وَايتَا ءِ الزَّ كَوَاةِ وَصَومِ رَمَضَانَ وَحَجَّ البَيتِ اِنِ استَطَعتُ اِلَيهِ سَبِيلاً ـ ثُمَّ يَقُلَ قُل بَايَعتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ بِوَاسِطَةِ خُلَفَا ئه عَلي اَن لاَاُشرِكَ بِا اللّه شَيئًاوَّلاَاَسرِقَ وَلاَ اَزنِي وَلاَاقتُلَ وَلاَاَتِي بِبُهتَانٍ اَفتَرَي بِه بَينَ يَدَيَّ وَ رِجلَيَّ وَلاَاَ عصِيهِ فِي مَعرُوفٍ *

(কুল বা'য়াতু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বে ওয়াসে তাতে খোলাফায়েহী আলা খাম্‌সিন শাহাদাতে আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি ওয়া ইকামেছ্ ছালাতে ওয়া ইতায়েজ জাকাতে ওয়া সাওমি রামাদানে ওয়া হাজ্জেল বাইতা ইনিছ তাতায়াতে ইলাইহী সাবিলা। ছুম্মা ইয়াকুলু কুল বা'য়াতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বে ওয়াসে তাতি খোলাফায়েহেহি আলা আন্‌লা উশ্‌রিকা বিল্লাহি শাইয়াও ওয়ালা আজনা ওয়ালা আক্‌তুলা ওয়ালা আতী বেবুহ্‌তানীন্ আফ্‌তারাই বিহী বাইনা ইয়াদাইয়া ওয়া রেজ্বলাইয়া ওয়ালা আ'ছইহী ফি মা'য়ারুফীন।)

— "বল আমি বা'য়াত হলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে, তাঁর খলীফাগণের (মুর্শিদ) উসিলায়, পাঁচটি বিষয়ের উপর— কলেমায়ে শাহাদাত, নামাজ কায়েম রাখার উপর, জাকাত প্রদানের উপর, রোজা রাখার উপর এবং হজ্ব পালনের উপর যদি সামর্থ থাকে এবং আরও বল আমি বা'য়াত হলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে, তাঁর খলীফাগণের উছিলায় যে, আমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না, চুরি করব না, ব্যাভিচারে লিপ্ত হব না, নাহক ভাবে কাউকে হত্যা করব না, কারো উপর ব্যাভিচারের অপবাদ চাপাব না এবং শরীয়তের কোন হুকুমের আমি খেলাফ করব না।"

কিন্তু সৈয়দ আহমদ বেরেলভী বা'য়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পরিবর্তে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করে কত বড় অন্যায় করে বসল। পাশাপাশি পাঁচ ভিত্তির

পরিবর্তে পাঁচ তরিকার উপর বা'য়াত করতে শুরু করল। অনুরূপ ভাবে তার তরীকার পীর সাহেবরা এই বিদ্‌আতী বা'য়াতও চালু করল যে, রাসূলের পরিবর্তে নিজের হাতে বা'য়াত গ্রহণ করতে লাগল।

তারা হায়াতুন্নবীকে বাদ দিয়ে নিজের পীরের নামে বা'য়াত গ্রহণ শুরু করেছে। তাদের খলিফাগণ নিজের মৃত পীরের নামে বা'য়াত গ্রহণ করার প্রথা চালু করেছে। সম্ভবতঃ তাদের মতে তাদের পীর সাহেবরা আপন আপন কবরে জীবিত; আর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় রওজা শরীফে মৃত। হয়তো সে কারণেই মৃত নবীকে বাদ দিয়ে জীবিত পীরের নামে বা'য়াত করছে। যদি তা না হয় তাহলে অন্য কোন কারণ তো থাকতে পারে না, তবে এর প্রকৃত কারণ তাদের বেদআতী পীর সাহেবরাই বলতে পারবে।

মোট কথা গন্ডমুর্খ পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী যার মধ্যে পীর হবার জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি শর্তের একটিও বিদ্যমান নেই এবং আমলের দিক থেকেও ফাছেক, পাশাপাশি ইংরেজদের দালালও ছিল। এমন লোক কি করে পীর হয় এবং তাকে কিভাবে মৃত অন্তরের অধিকারীরা পীর হিসেবে মেনে নিয়েছে? তা রীতিমতো বিস্ময়কর। ফায়েজ হতে বিচ্ছিন্ন এই তরীকত হতে কি ভাবে ফায়েজ প্রাপ্ত হতে পারে? তাদের শাজরায় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুজাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)-এর নাম যুক্ত করা কিভাবে বৈধ হল?

শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রহঃ) ওফাত বরণ করেছেন ১২৩৭ হিজরীতে। তাঁর ইন্তিকালের প্রায় ১০০ বৎসর পর বিদআতী বা'য়াত শুরু হয়েছে এবং খুব কম সংখ্যক পীর ছিল যাদের মধ্যে বা'য়াতে রাসূল চালু ছিল। অধিকাংশ পীর সাহেব সৈয়দ আহমেদ বেরলভীর আদলে বা'য়াত করাতে শুরু করল এবং বা'য়াতে রাসূল ভংগ করে দিল। অথচ শাহ্ সাহেবের পূর্বে চার তরীকতের ইমামগণ অর্থাৎ হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহঃ), হযরত বাহাউদ্দীন নক্সবন্দী এবং মুজাদ্দেদী আল্ ফেসানী (রহঃ) বা'য়াতে রাসূল চালু রেখেছেন এবং তাঁদের তরীকতের সকল মাশায়েখগণ বা'য়াতে রাসূল-এর উপর অব্যাহত ছিলেন। এরপর তাঁরা সকলেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উপর ছিলেন। তাঁরা আপন আপন মাজহাবের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে হায়াতুন্নবী এবং উম্মতের জন্য হাজের-নাজের মানতেন। তাঁদের পক্ষে হায়াতুন্নবী (দঃ)-কে বাদ দিয়ে নিজের নামে বা'য়াত করানো কি ভাবে সম্ভব হবে?

ওহাবীদের ইমাম ইসমাইল দেহলভী তার কিতাব تقوبية الايمان (*তাকবিয়াতুল ঈমান*)-এর মধ্যে লিখেছেন, "রাসূল হায়াতুন্নবী নন এবং তিনি মৃত্যুবরণ করার পর মাটিতে মিশে গেছেন।" এই ধরণের বিশ্বাসী মুনাফিকগণরাই বা'য়াতে রাসূল ভংগ

করে নিজের নামে বা'য়াত গ্রহণ করতে পারে এবং তা করছেও অব্যাহত ভাবে।

সকল হক্কানী পীর মুরশিদ বা'য়াতে রাসূল করানোর পর মুরীদগণকে পবিত্র কোরআনুল কারীমের এই দুইটি আয়াতে কারীমা শ্রবণ করাতেন:

يَـاَيُّهَا الَّـذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّـقُوا اللّٰهَ وَابْـتَغُوْٓا اِلَـيْـهِ الْـوَسِيْـلَـةَ وَجَاهِـدُوْا فِـىْ سَبِيْـلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

(ইয়া আইয়্যু হাল্লাযিনা আমানুত্ তাকুল্লাহা ওয়া আবতাগু ইলাইহীল ওয়াসিলাতা ওয়া জাহেদু ফি সাবিলীহি লা-আল্লাকুম তুফলেহুন।)

— "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আল্লাহ্‌র পথের উছিলা তালাশ কর এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

আয়াতে উছিলা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পবিত্র স্বত্তাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন যে, ঈমানদাররা যেন খোদাভীরু হয়ে বা'য়াতে রাসূল গ্রহণ করে এবং নিজের نفس (*নফস*)-এর বিরুদ্ধে জেহাদ করে। তবে তারা নিশ্চয় সফলকাম হবে, অর্থাৎ এতে করে আল্লাহ্‌র ওলী হতে পারবে। দ্বিতীয় আয়াত যেটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَا يِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَا يِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا *

(ইন্নাল্লাজিনা ইয়ুবায়েউনাকা ইন্নামা ইউবায়েউনাল্লাহ্ ইয়াদুল্লাহী ফাওকা আইদীহিম ফামান নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ানকুছু আলা নাফ্‌সী ওয়ামান আওফা বিমা আহাদা আলাইহুল্লাহা ফাসাইউতীহি আজরান আজীমা।)

— "নিশ্চয় (হে হাবীব)! যারা আপনার নিকট বা'য়াত সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে (এবং ভবিষ্যতেও কেয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে) প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বা'য়াত সূত্রে আল্লাহ্‌র নিকট আবদ্ধ হচ্ছে, তাঁরা (উভয় জগতে) আল্লাহ্‌তা'লার হেফাজত, রহমত ও নিয়ামতে থাকবে। অতঃপর যে (উহা) ভঙ্গ করবে সে (আল্লাহ্‌তা'লার হেফাজত, রহমত ও নিয়ামত হতে বঞ্চিত থাকবে এবং) নিজের জীবনকে ধ্বংশ করে দিবে। আর যে ব্যক্তি যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে বা'য়াত সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে তা যদি পূরণ করে (এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ বায়া'তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে) অতি সত্ত্বরই তিনি তাকে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।"

এই আয়াত দ্বয় মুরীদদের শ্রবণ করানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল মুরীদ যেন জেনে নিতে পারে যে, পীর সাহেব মুরীদ হতে যে بـايعت (*বা'য়াত*) নিচ্ছেন যা পবিত্র কোরআনুল কারীমে

বিদ্যমান এবং যে বা'য়াত মূলতঃ আল্লাহ্‌র সাথেই হচ্ছে। যে বা'য়াত করানোর মাধ্যমে বা'য়াত-কারী উভয় জাহানে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নিরাপত্তার মধ্যে চলে আসে এবং পরকালে বেহেশ্‌ত প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে যাবে। যে বা'য়াত ভংগ করবে ধ্বংস অনিবার্য।

তরীকতে বা'য়াত গ্রহণ কারীদের এতটুকু চিন্তাও কি করা উচিৎ নয় যে, যখন চার তরীকা কিংবা তরীকতের কোন পীরেরও জন্ম হয়নি তারও হাজার বছর পূর্বে যখন তরীকতের বা'য়াত হতো তখন কার নামে হতো?

আরে জালিম পীরেরা! তোমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, তখন শুধু বা'য়াতে রাসূলই একমাত্র বা'য়াত ছিল। আর মাশায়েখগণ সে বা'য়াতই অব্যাহত রেখেছিলেন। যা ধারাবাহিক ভাবে শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রহঃ) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ওহাবী পীরেরা এই **বা'য়াতে রাসূল** ভংগ করে **বেদআতী বা'য়াত** চালু করল। ওহাবী পীরেরা জাহান্নামে যাক, এতে চিন্তার কিছু নেই; তবে ছুন্নী পীরদের বলছি, তোমরা কেন বা'য়াতে রাসূল ভংগ করলে, পূর্ববর্তী চার তরীকার বুজুর্গগণ হতে কেন মূখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরা কেন ওহাবীদের পদাংক অনুসরণ করলে? তোমরাতো রাসূল (দঃ)-কে ছেড়ে নিজের নামে বা'য়াত গ্রহণ শুরু করে দিলে! কেয়ামতের দিবসে তোমরা রাসূল (দঃ)-কে মুখ দেখাবে কি ভাবে? আল্লাহ্‌র কাছে কি জবাব দেবে? আল্লাহ্ যখন তোমাদের প্রশ্ন করবেন যে, তোমরা আমার বন্ধুর মধ্যে কি দোষ পেয়েছ, যে কারণে তোমরা তাঁকে ত্যাগ করেছ? তখন কি উত্তর দেবে? আল্লাহ্‌র সামনে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে? পরকালের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে এখনো সময় আছে বেদআতী বা'য়াত ত্যাগ করে বা'য়াতে রাসূল-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বা'য়াতে রাসূল পদ্ধতি চালু করে দাও।

তোমাদের ছিলছিলার যে সমস্ত পীর বা'য়াতে রাসূল ব্যাতীত অন্য রকমের বা'য়াত গ্রহণ করে দুনিয়া হতে ইন্তেকাল করেছেন এবং এই মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞতা বশতঃ অথবা অবহেলা বশতঃ বা'য়াতে রাসূল চালু করেন নি। তারা তাদের অপারগতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট স্ব-স্ব বক্তব্য পেশ করবেন; তজন্য তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তোমরা সে প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত থাক। আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারায় বলেন:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمْ وَلَاتُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

(তিলকা উম্মাতান কাদ্ খালাত লাহা মা কাসাবাত ওলাকুম মা কাসাব্‌তুম ওয়া লাতুস্‌য়ালুনা আম্মা কানু ইয়ামালুন।)

— "সে দল যারা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে তারা তাদের কৃতকর্মের জবাব দেবে, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জবাব দেবে। তাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের প্রশ্ন করা হবে না।"

সৈয়দ আহমেদ বেরলভী বা'য়াতে রাসূল ভংগ করে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমার আলোকে নিজের আখেরাত ধ্বংস করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, فَمَنْ نَكَثَ فَانَّمَا يَنكُثُ عَلي نَفسِه (*ফামান নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ানকুছু আলা নাফ্সী*) অর্থাৎ— যে ওয়াদা ভংগ করল সে নিজের নফসের উপর ওয়াদা ভংগ করল।

হে আওর মুহাম্মদীয়ার দল! তোমরা এই গন্ডমুর্খ সৈয়দ আহমেদ বেরলভীর অন্ধ অনুসরণ করে নিজের আখেরাতকে কেন ধ্বংস করে দিচ্ছ? নিজের কুপ্রবৃত্তির প্রলোভনে পড়ে এই বিদয়াতি বা'য়াত কেন অব্যাহত রেখেছ? তোমরা কি জান না যে, বা'য়াতে রাসূল হলো ছুন্নত? এটা এমন ছুন্নত যার উপর বুজুর্গানে দ্বীনগণ প্রায় সাড়ে বারশত বৎসর আমল করেছেন। ফোকাহাগণের মতে توارث (*তাওয়ারেছ*), এটা تواتر (*তাওসির*)-এর প্রকার ভুক্ত। এরকম একটা সুন্নতকে বাদ দিয়ে সৈয়দ আহমেদ বেরলভী যা চালু করেছে তা بدعت سيئه (*বিদয়াতে সাইয়া*– মন্দ বেদআত) ব্যতীত কিছুই নয়। এই অবৈধ বেদআতের কেন্দ্রকে دارالبدعة (*দারুল বিদ্আত*)-এ না রেখে دارالسنة (*দারুল সুন্নাত*)-এ যে রেখেছে তোমাদের কি লজ্জা হয় না?

তোমাদের কি মনে পড়ে না كُلُّ بدعَةٍ ضَلاَلَةٌ (*কুল্লু বিদআতি দালালাতু*) অর্থাৎ প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতার কারণ? তোমাদের অন্তরে এমন মোহর মেরে দেয়া হয়েছে এখনোতো সঠিক পথের দিকে ফিরে আসতে সক্ষম হচ্ছ না। তোমাদের কি মৃত্যু এবং পরকালের কথা মনে পড়ে না?

আসলে بدعت (*বিদয়াত*) নির্ভর পীরদের তরীকতের মর্মার্থও জানা নেই। শুনে নাও! হযরত সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ বলগেরামী তাঁর লিখিত কিতাব سبع سنابل (*ছাবয়ে ছানাবিল*) শরীফে লিখেছেন— "রাসূলের আনুগত্যই শরীয়ত এবং বা'য়াতে রাসূল-ই হলো তরীকত।" সুতরাং যার নিকট বা'য়াতে রাসূল নাই তার সাথে তরীকতের কোন সম্পৃক্ততা নেই। بدعت (*বিদয়াত*) নির্ভর পীরেরা পীরও নয়, মুরীদও নয়; বরং সবকিছুই প্রতারণা। বা'য়াতে রাসূল-এর ভিত্তিতে তরীকতে প্রবেশ না করলে লক্ষ লক্ষ জিকির আর মোরাকাবাতে আত্মার মধ্যে আলো আসবে না।

হে بدعت (*বিদয়াত*) নির্ভর পীরেরা! তোমাদের মনে হয়তো এই কথা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে বা'য়াতে রাসূল নেই, যদি বা'য়াতে রাসূল গ্রহণ করি তাহলে পুরাতন তরীকত ছেড়ে দিতে হবে এবং আমাদের পীরগিরি বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে, অধমের নিকট বা'য়াতে রাসূল-এর

চারটি ছিলছিলার সবকটি বিদ্যমান। তোমরা যে ছিলছিলাতেই চাও সে ছিলছিলাতে অধম তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বা'য়াত করাতে প্রস্তুত আছি। তোমরা নিজে এসে অথবা চিঠির মারফত بـايعت رسول (বা'য়াতে রাসূল) গ্রহণ করে নাও।

القول الجميل (*আল্-কাওলুল জামীল*) নামক কিতাবে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী যেমনটি লিখেছেন। এতে করে তোমরা তোমাদের পীরগিরিও রক্ষা করতে পারবে এবং বা'য়াতে রাসূল-এর মতো মৃত সুন্নতকে পুনঃজীবন দিয়ে তোমরা প্রত্যেকেই একশত জন করে শহীদের সওয়াব লাভ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং উভয় জগতে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। বেহেস্তের মালিকও হয়ে যাবে। বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস কর। কারণ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা বা'য়াতে রাসূল গ্রহণকারীকে দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ করলে ঈমানহারা হয়ে যাবে। কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ ছাড়া কোরআনের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

তোমরা কি জান না যে, তরীকত মানুষকে শিক্ষা দান করার জন্য হয়ে থাকে; বা'য়াত গ্রহণ করার জন্য নয়। بـايعت (*বা'য়াত*) শব্দের অর্থ হলো ওয়াদা করা। কোন বিষয়ে ওয়াদা করার অর্থ হলো কোন ব্যক্তির নিকট ওয়াদা করা। রাস্তা-ঘাটে নয়। যে ব্যক্তি বা'য়াতে রাসূল গ্রহণ করান তিনি হয়ে থাকেন মুর্শিদ আর যিনি বা'য়াতে রাসূল গ্রহণ করেন তিনি হয়ে থাকেন মুরীদ। আর যে তরীকতকে বেছে নেবেন, সেই তরীকতের নির্দিষ্ট দায়িত্ব আদায় করে আল্লাহ্‌র ওলি হওয়া যায়।

এখন জেনে নেয়া প্রয়োজন বা'য়াতে রাসূল গ্রহণ করার যোগ্য ব্যক্তি কে এবং পীর হবার জন্য কি কি শর্ত।

القول الجميل (*আল্-কাওলুল জামীল*) নামাক কিতাবে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী লিখেছেন— পীর হবার জন্য কয়েকটি শর্ত বিদ্যমান:

প্রথম শর্ত কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা, অর্থাৎ কোরআন সম্পর্কে নুন্যতম এতটুকু জ্ঞান থাকা, যাতে তফসীরে মাদারেক এবং তফসীরে জালালাইন জাতীয় তফসীরের কিতাব সমূহ বিশ্লেষণ করে অধ্যয়ন করতে পারে। কোরআন শরীফের কঠিন শব্দ সমুহের অর্থ, আয়াতের ব্যাখ্যা ও শানেনুযুল এবং কোরআনের সংশ্লিষ্ট ঘটনা সমুহ সম্পর্কে অবগত থাকা।

এবং হাদিস সম্পর্কে কমপক্ষে এতটুকু জ্ঞান থাকতে হবে যে, মিশকাত শরীফের মতো হাদিসের কিতাব সমূহ কোন মুহাদ্দিসের নিকট হতে ভালভাবে অধ্যয়ন করা। হাদিসের অনুবাদ, জটিল শব্দ সমূহের মর্মার্থ, অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য হাদিস

সমূহ সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের মতামত সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

এতে করে বুঝা গেল যে, বর্তমান যুগের মাদ্রাসা সমূহে 'তাফসিরে জালালাইন' এবং 'মিশকাত শরীফ'-এর যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। এই সামান্য শিক্ষা দিয়ে আলেম তৈরী হতে পারে না; বরং কাঠমোল্লা তৈরী হবে। কোন কোন মাদ্রাসায়তো উপরোক্ত কিতাব দুইটির অনুবাদও ভালভাবে পড়ানো হয় না। কোন প্রকার বিশ্লেষণ ছাড়াই অর্ধেক বা তার চেয়েও আরো কম অংশ পড়ানো হয়।

বরং মাদ্রাসায় এই দুইটি কিতাবের অনুবাদও সম্পূর্ণ পড়ানো হয় না। অর্ধেক বা তার চাইতেও কম অনুবাদ পড়ানো হয়। তাও বিশ্লেষণ ছাড়া; যা অধ্যয়ণ করে ছাত্ররা পরীক্ষায় পাশও করতে পারে না। ফলে তাদেরকে নোট মুখস্ত করতে হয় অথবা নকলের উপর নির্ভর করতে হয়। এই ধরনের লেখাপড়া দিয়ে উল্লেখিত শর্ত পূরণ হয় না। যে সমস্ত পীরকে মোজাদ্দেদ বানানো হচ্ছে তাদের মধ্যে এই যোগ্যতা কি আছে? তাদের মধ্যে এই শর্ত কি বিদ্যমান? তারা কি কোন মুফাচ্ছির সাহেবের সম্মুখে 'তফসীরে জালালাইন', 'তফসীরে মাদারিক' কিংবা 'মিশকাত শরীফ'-এর পরীক্ষায় সফল ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারবে? দূর্লভ শব্দ সহূহের বিশ্লেণ বর্ণনা করতে পারবে কি? কোরআনুল করীমের শানেনুযুল কি বর্ণনা করতে পারবে? তারা কি বহু ছুরার সম্পর্কে অভিজ্ঞ? তারা কি হাদিছ শরীফ হতে ফিকাহ শাস্ত্রের মাসআলা বের করতে পারবে? কখনো না। তাহলে তারা পীর হবে কি করে? এই অযোগ্যতা সত্ত্বেও তারা মোজাদ্দেদ হতে আগ্রহী। তারা নিজের মুরীদকে দিয়ে ঘোষণা দেয় যে, তারা মোজাদ্দেদ। তাদের কি লজ্জা হয় না? তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তারা নিজের মুরিদকে দিয়ে মোজাদ্দেদ হবার ঘোষণা দেয় কি না? তারা উত্তরে বলবে, না। কেননা স্বীকার করলেতো বিপদ। তারা হয়তো মনে করে মোজাদ্দেদ হওয়া এটা পীরগিরি করার মতো বিষয়। সে কারণে তারা মোজাদ্দেদ হতে চায়। তাদের জানা থাকা উচিত মোজাদ্দেদ হওয়া পীর গিরির মতো বিষয় নয়। মোজাদ্দেদ হওয়ার সম্পর্ক শরীয়তের এলেমের সাথে। শরীয়ত সম্পর্কিত এলেমের শক্তিতেই দ্বীনের সংস্কার করা যায়। যেমন ইসলামের প্রথম মোজাদ্দেদ খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রঃ)। তিনি রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে দ্বীনের সংস্কার করেছেন। বিদআত ও গোমরাহী দূরীভূত করে সুন্নতকে সমুন্নত রেখেছেন। তৃতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ইমাম শাফেয়ী (রঃ) শরীয়তের এলেম দ্বারা দ্বীনের সংস্কার করেছেন। এভাবে প্রত্যেক শতাব্দীর মোজাদ্দেদগণ স্বস্ব এলেম দ্বারা দ্বীনের সংস্কার করেছেন। যেমন ইমাম জালাল উদ্দিন ছুয়ুতী (রঃ) নবম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, দশম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ— মোজাদ্দেদ-এ আল-ফেসানী, চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ— ইমাম আহমেদ রেজা খান। তাঁরা সবাই শরীয়তের এলেম

দ্বারা দ্বীনের সংস্কার করেছেন এবং সকল বাতেল ফের্কার মোকাবেলা করেছেন। যদিও প্রত্যেক মোজাদ্দেদের বিরুদ্ধে একটি মহল সক্রিয় ছিল এবং তাঁদের মোজাদ্দেদ হওয়াকে অস্বীকার করেছে। তথাপি তাঁরা কারো বিরোধীতাকে আমলে না নিয়ে দ্বীনের সংস্কারের দায়িত্ব পালন করেছেন। অনুরূপ পঞ্চদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদও কোন বিরোধী মহলের বিরোধীতাকে পাত্তা না দিয়ে দ্বীনের সংস্কারের কাজ অব্যাহত রাখবেন। তাঁর মোকাবিলা করাও কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

শাহ্ সাহেব কেবলা (রহঃ) বলেন— আমি পীর হবার জন্য শরীয়তের এলেমের অধিকারী হওয়ার শর্ত এই জন্যই দিয়েছি যে, পীর সাহেবের কাজ হলো মুরীদকে ভালো কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে বাঁধা দেওয়া, মুরীদকে আত্মশুদ্ধির পরামর্শ দেওয়া, খারাপ অভ্যাস সমূহ হতে দূরে রাখা, ভালো অভ্যাস সমূহের দিকে উৎসাহিত করা; আর মুরীদের কাজ হলো পীরের আনুগত্য করা। সুতরাং যে পীর আলেম নয় তার পক্ষে এই কাজগুলো কিভাবে সম্ভব হবে?

যেহেতু অধিকাংশ পীর এই শর্ত হতে দূরে তাই তারা বলে যে, শরীয়ত আলাদা বিষয়। অথচ যে তরীকত শরীয়ত হতে বিচ্ছিন্ন সেটা বেদ্বীনি এবং গোমরাহী। এই বোকাগুলোর জেনে রাখা উচিত যে ইসলামকে সমুন্নত রাখা, শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে দূরে থাকা এবং রাসূল (দঃ)-এর আনুগত্য করাই হলো আল্লাহ্‌র রাসূলের দৃষ্টিতে শরীয়ত। এই জন্যই বা'য়াতে রাসূলের নামই হলো তরীকত। এটাই শরীয়তের মূল; সেটা ব্যতীত সবকিছুই গোমরাহী। তারা তরীকতকে ব্যবসা মনে করে বসে আছে, দুনিয়া অর্জন এবং মনগড়া কথাবার্তার নামই তরীকত মনে করে।

তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। বা'য়াতে রাসূলের সুন্নতকে পরিহার করে তোমরা কেয়ামতের দিবসে রাসূলের সুপারিশ হতে বঞ্চিত হয়েছো। তোমাদের কি এই হাদিস জানা নেই— "যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ত্যাগ করলো সে আমার সুপারিশ পাবে না।"

শাহ্ সাহেব (রহঃ) বলেন— দ্বিতীয় শর্ত হলো তাকওয়া। সুতরাং মুর্শিদের উপর কবিরা গুনাহ হতে দূরে থাকা ওয়াজিব। পাশাপাশি ছগিরা গুনায় বারংবার লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচা। তৃতীয় শর্ত দুনিয়াদার না হওয়া, বরং পরকাল মুখী হওয়া। ইবাদত বন্দেগীতে অভ্যস্ত হওয়া এবং ছহীহ্ হাদিসের আলোকে আমল করা। সর্বদা অন্তরকে আল্লাহ্ মুখি রাখা। এক মুহুর্তের জন্যও আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে দূরে না থাকা। চতুর্থ শর্ত হলো— মুরীদকে নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করা এবং খারাপ কাজের প্রতি অনুৎসাহিত করা। নিজের মতের উপর অটল থাকা, ভদ্র আচরণ সম্পন্ন হওয়া, পরিপূর্ণ আমলের অধিকারী হওয়া; যাতে তাঁর আদেশ ও নিষেধের উপর নির্ভর করা যায়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো তারা স্বাক্ষী হতে পারবে।" সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে যখন পছন্দনীয় হবেন তখন স্বাক্ষী হবার উপযুক্ত হবেন। যে ব্যক্তি শরীয়তের চোখে পছন্দনীয় নয়, সে ব্যক্তি কি করে পীর হতে পারেন?

পঞ্চম শর্ত হলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শরীয়ত সমর্থিত পীরের সান্নিধ্য অর্জন করতে হবে, যাতে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পারা যায়। এই শর্তটি অন্তরচক্ষু সম্পন্ন ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম। অন্যান্য শর্ত সমূহ যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করা যায় এবং যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, এই শর্ত সমূহ পীর সাহেবের মধ্যে আছে কি না? উক্ত শর্ত সমূহের মধ্যে একটিও যদি কোন পীরের মধ্যে পাওয়া না যায় তিনি পীর হবার উপযুক্ত নন; তার নিকট মুরীদ হওয়াও জায়েজ নাই। শরীয়ত সমর্থিত শর্ত সমূহ পাওয়া গেলে তাঁর নিকট বায়াতে রাসূল করলেই মুরীদ হয়। মনগড়া মুরীদ হওয়া নিতান্তই বোকামী এবং গোমরাহী। পীর যদি রীতিমতো আলেম না হয় তাহলে তিনি কিভাবে বুঝবেন কোন কাজগুলো গুনাহে কবীরা; যা থেকে নিজে বাঁচবেন এবং মুরীদকে বাঁচতে বলবেন? পীর যদি পূর্ণাঙ্গ আলেম না হয় তাহলে তিনি কিভাবে বুঝবেন হাদিসের মধ্যে কোন কোন জিকির এবং এবাদত সম্পর্কে বেশী তাগিদ দেয়া হয়েছে; যা নিজে আমল করা প্রয়োজন এবং মুরীদকে করতে বলবেন? পীর যদি পূর্ণাঙ্গ আলেম না হয় তিনি কিভাবে বুঝবেন শরীয়তে কোন কাজ করতে বলা হয়েছে এবং কোন কাজ হতে দূরে থাকতে বলা হয়েছে; যে আদিষ্ট কাজ সমূহ নিজে করতে পারেন এবং নিষিদ্ধ কাজ সমূহ হতে দূরে থাকতে পারেন?

এ জন্যই মুরিদের উচিত পূর্ণাঙ্গ আলেম পীরদের গ্রহণ করা এবং শর্তহীন অপূর্ণাঙ্গ আলেম পীরকে পরিত্যাগ করা।

এসব শর্তযুক্ত পীর হলেই তিনি বায়াতে রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং হেফাজত অর্জন করতে সক্ষম হবেন এবং একশত শহীদের সওয়াব হাসিল করতে সক্ষম হবেন।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন— মোজাদ্দেদ যিনি হবেন তিনি এত বড় আলেম হবেন যে, তাঁর বিরোধীরাও তাঁর এলেম সম্পর্কে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে। কোন বাতেল ফের্কাও তাঁর সাথে মোকাবেলা করতে সাহস করবে না। শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে তাঁর এলেম সম্পর্কে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে, যদিও শতাব্দীর শুরুর দিকে তিনি সকল বাতিল ফের্কার সাথে মোকাবিলা করে দ্বীন সংস্কারের কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি অন্তরচক্ষুর অধিকারী হবেন এবং শরীয়ত, তরীকত, হাকিকত ও মারেফাতের জ্ঞানে পারদর্শী হবেন।

কোন মোজাদ্দেদ যদি আল্লাহ্র পক্ষ হতে ইলহামের ভিত্তিতে নিজের মোজাদ্দেদ হওয়ার কথা ঘোষণা করেন তার বিরোধীতা করাও মুর্খতা।

দেখুন হযরত শাহ্ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ইল্‌হাম প্রাপ্ত হয়ে কুতুব, কুতুবুল আকতাব এবং বেলায়েতের সম্রাট হবার কথা প্রকাশ করলেন তখন তাঁর উপর কেউ কি প্রতিবাদ করতে পেরেছে? গাউসুল আযম বলেন— "আমার কদম সকল অলির গর্দানের উপর।" অর্থাৎ আমি সুলতানুল আউলিয়া। এ কথা প্রকাশ করার পর কোন সুন্নী মুসলমান কি এটার উপর আপত্তি করতে পারবে?

বশীভূত করার আমল করে মানুষ জনকে বিশেষতঃ অর্থশালী ব্যাক্তিদেরকে বশীভূত করার নাম বুজুর্গী নয়। দুনিয়া হলো শয়তানি ও প্রতারনার স্থান।

মুরীদরা নিজেদের অপূর্ণাঙ্গ শর্তহীন পীরকে মিথ্যা প্রচারের মধ্য দিয়ে আকাশের উপর তুলে দেয়। কোন কোন মুরীদতো নিজের মুর্খ পীরকে আল্লামা বানিয়ে দেয়। আবার কোন কোন মুরীদ নিজের বেদআতী পীরকে শাহেনশাহে বেলায়েত আখ্যা দিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর স্থানে স্থলাভিষিক্ত করে দেয়। আবার কোন কোন মুরীদ নিজের অযোগ্য পীরকে জামানার মোজাদ্দেদ বানিয়ে দেয়। শরীয়ত ও তরীকতকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হচ্ছে।

অনেকগুলো নাক কাটাদের মধ্যে একজন লোক নাক বিশিষ্ট থাকলে তাঁকে নাকো বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়। সাইফুল জব্বার এবং দেওবন্দী মাজহাবের উপর লিখিত কিতাব সমূহের তথ্য অনুযায়ী বিদআতী পীরদের পীরানে পীর হলো সৈয়দ আহমেদ বেরলভী। তিনি একজন ইংরেজদের দালাল, ওহাবী আন্দোলনের পেশোয়া, পাকিস্তানের সুন্নী মুসলমানদের হত্যাকারী, অবৈধ নজরানা কবুল করনেওয়ালা ছিলেন। তিনি শিখদের সাথে চলমান যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে এসে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছিলেন।

নামাজের মধ্যে রাসূল (দঃ)-এর স্মরণকে গরু-গাধার খেয়াল এবং যেনা করার খেয়াল করার চাইতেও খারাপ বলে যিনি মন্তব্য করেছেন। ছুন্নীদের হাতে যখন সে হত্যাকৃত হল তখন তার মুর্খতাকে আড়াল করার জন্য তার মুরীদ কারামত আলী জৈনপুরী 'জখিরায়ে কারামত' নামক কিতাবের মধ্যে লিখেছেন —

"ইলমে লাদুনীর মাধ্যমে তিনি সমস্ত ইলমে শরীয়ত অর্জন করে ফেলেছেন।" যদিও তার প্রথম মুরীদ (যিনি মৃত্যু পর্যন্ত সাথে সাথে ছিলেন) ইসমাইল দেহলভী স্বীয় কিতাব 'সিরাতুল মুস্তকিম'-এর ভূমিকায় নিজের পীরকে মুর্খ বলে মন্তব্য করেছেন। বেচারা জৈনপুরী সাহেবের এটাও জানা ছিল না যে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে লাদুনী দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। যার নিকট ইলমে শরীয়ত নাই তার কাছে ইলমে লাদুনী কিভাবে আসতে পারে?

পবিত্র কোরআনে শরীয়তের ইলমের ধারক হযরত মুসা (আঃ) এবং ইলমে লাদুনীর ধারক হযরত খিজির (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ আছে, যা আমার দাবীর স্বপক্ষের একটি প্রমাণ।

কারামত আলী জৈনপুরী সাহেব স্বীয় কিতাব 'জখিরায়ে কারামত'-এর মধ্যে নিজের পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের পীরগিরিকে রক্ষা করার জন্য তিনি গুনাহে কবীরা করেছেন মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন। বলেছেন যে, "পীর যদি গুনাহে কবিরাও করে থাকে তথাপি পীরকে পরিত্যাগ করা যাবে না। পীরও ঠিক থাকবেন।"
— নাউজুবিল্লাহ্।

যেখানে পীর হবার জন্য তাকওয়া থাকা শর্ত সেখানে গুনাহে কবীরা করতেই পীর সাহেবের পীরগিরি বাতিল হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

পীরকে পরিত্যাগ না করার অর্থ কি? কোন কোন কাঠমোল্লা নিজের মুর্খ পীরকে ইমামে আহলে সুন্নাত খেতাব দিয়ে নিজের পথভ্রষ্টতা প্রমাণ করলো।

হে জালিমরা! দুনিয়ার নেশায় পাগল হয়ে সীমা লংঘন করো না, মিথ্যা বর্ণনা হতে ফিরে এসো; নতুবা পরকালে কালো মুখ অর্জন করবে। আবারো সতর্ক করছি যে, মোজাদ্দেদ হবার সাথে পীর-মুরীদির কোন সম্পর্ক নেই। মোজাদ্দেদ হওয়ার সম্পর্ক ইলমের সাথে। দেখুন দ্বিতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ। তিনি কারো পীরও ছিলেন না মুরীদও ছিলেন না। তথাপি তিনি কিভাবে মোজাদ্দেদ হলেন। এটা ইলমে দ্বীনের কারণেই হয়েছে। তৃতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)। তিনিও কারো মুরীদ বা খলিফা ছিলেন না এবং তাঁরও কোন মুরীদ ছিল না। তিনিও শুধুমাত্র ইলম নির্ভর মোজাদ্দেদ ছিলেন। আরো নীচে আসলে নবম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ইমাম জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (রহঃ)-এর কথা ধরুন। তিনিও কারো মুরীদ ছিলেন না এবং তাঁর মুরীদও কেউ ছিল না। তিনি পীরও ছিলেন না। তিনিও জ্ঞানের গভীরতার কারণে মোজাদ্দেদ খ্যাতি অর্জন করেছেন। সবশেষে চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ইমাম আহমেদ রেজা খান, তিনিও তাঁর জ্ঞানের গভীরতার কারণে মোজাদ্দেদ হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। পীর হিসেবে নন। অন্যান্য মুজাদ্দেদগণের মতো তাঁর মধ্যে মুজাদ্দেদ হবার শর্ত সমূহ বিদ্যমান ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কিত পরিচিতি এতো বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তাঁর প্রতিপক্ষরাও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু হতে তিনি সকল বাতিল ফের্কার মোকাবিলায় দ্বীনের সংস্কার কাজ শুরু করেন। তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের ফলেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত অদ্যাবধি জীবিত আছে। বর্তমানে তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী পঞ্চদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদের দায়িত্ব নিয়ে সকল বাতেল ফের্কার মোকাবিলায় পর্বতের মতো অটল আছেন। কোন বাতেল ফের্কার সাহস নেই তাঁর মোকাবিলা করার। তিনি আরব ও অনারব সর্বত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সত্যতাকে বাতেল ফের্কার মোকাবিলায় সমুন্নত করেছেন। সকল বাতেল ফের্কাকে পদানত করেছেন। এমনকি

দুই হেরেমের বাতেল ফের্কার ওহাবী আলেমরাও বহস করে তাঁর সামনে পরাজিত হয়েছেন। যে সব মুসলমান স্বীয় যুগের ইমামকে চিনতে পারবে না তারা ঈমান নিয়ে দুনিয়া হতে যেতে পারবে না। মোজাদ্দেদগণের বিপক্ষে হিংসুক ও বিরোধীকারী সকল যুগে ছিল। তাতে তাঁদের মোজাদ্দেদ হবার মধ্যে কোন প্রভাব পড়ে না।

তাঁরা স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। দশম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত মোজাদ্দেদ-এ আল-ফেসানী (রহঃ)-এর যুগেও তাঁর সময়ে এমনকি আজও অনেক বিরোধীকারী আছে। এতে তাঁর মোজাদ্দেদ হবার উপর কি কোন প্রভাব পড়েছে? কখনো নয়। তিনি তাঁর 'মাকতুবাত শরীফ' এর মধ্যে রাসূল (দঃ)-কে উম্মতের পীরানে পীর বলে মন্তব্য করেছেন। কেননা তাঁর উম্মতের সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম এবং বুজুর্গগণ বা'য়াতে রাসূল প্রচলন করেছেন। বা'য়াতে রাসূল করার কারণে তাঁরা সবাই বাহ্যিকভাবে পীর ছিলেন। শরীয়ত, তরীকত, হাকিকত ও মারেফাতের প্রশিক্ষা আপন আপন মুরীদগণকে কোরআন ও হাদীসের আলোকে দান করার কারণে তাঁরা উস্তাদ হয়েছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে বা'য়াতে রাসূল করার কারণে সকলের পীর ও মুর্শিদ হলেন রাসূল পাক (দঃ)। সে কারণে মোজাদ্দেদ-এ আল-ফেসানী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে পীরানে পীর বলে মন্তব্য করেছেন।

এ কারণে বা'য়াত করানোর সময় পূর্ববর্তী সকল পীর-মুর্শিদ মুরীদগণকে এই মর্মে স্বীকৃতি নিতেন যে, "আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট বা'য়াত গ্রহণ করলাম তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে।"

এতে প্রমাণিত হলো যে, বা'য়াতে রাসূল গ্রহণকারী পূর্ববর্তী সকল পীর রাসূলের প্রতিনিধি হয়েছেন। তাই তাঁদেরকে রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে যথাযথ সম্মান করা কর্তব্য।

একথা স্পষ্টভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, যারা বা'য়াতে রাসূল গ্রহণ করার পর পরবর্তীতে কোন প্রকারেরর দুনিয়াবী স্বার্থে অন্য পীরের হাতে বা'য়াত গ্রহণ করে বা'য়াতে রাসূল ভংগ করল, কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে ধ্বংসকে তার গলায় ধারণ করল।

এ ধরনের ব্যক্তিদের অন্তরে সামান্যতমও আল্লাহ্‌র ভয় যদি থাকে তাহলে অবিলম্বে ঐ বেদআতী পীরকে পরিত্যাগ করে পুনরায় বা'য়াতে রাসূল গ্রহণ করে নেয়া উচিত। অন্যথায় তার পরকাল ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যারা এখনো বেদআতী বা'য়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং বা'য়াতে রাসূল-এর মতো সুন্নতকে বাদ দিয়ে কেয়ামতের ময়দানে রাসূলের সুপারিশ হতে বঞ্চিত হয়ে আছেন তাদের উচিত বেদআতী পীরকে পরিত্যাগ করে হক্কানী মুর্শিদের মাধ্যমে বা'য়াতে রাসূল গ্রহণ রতঃ কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী একশত শহীদের সওয়াব হাসিল করে নেয়া।

এই মহান নেয়ামত কেউ যদি অর্জন করতে চায় তাহলে তার উচিত বা'য়াতে রাসূল গ্রহণ করে নেয়া। কেউ কোন কারণে আসতে না পারলে নিম্ন পত্রের মাধ্যমে স্বাক্ষর পাঠিয়ে দিয়ে বা'য়াতে রাসূল-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এই ব্যক্তি যদি পীর হয়ে থাকেন তাহলে বা'য়াতে রাসূল-এর সূত্রে তাঁকে অনুমতি দিয়ে দেয়া হবে। অধমের নিকট চার তরীকার সকল সূত্রে بـايعت رسول (বা'য়াতে রাসূল) করানোর অনুমতি বিদ্যমান।

বা'য়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রহণে

অঙ্গীকার নামা

আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং কোরআনের উপর আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য অনুযায়ী। আমি ঈমান এনেছি রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং হাদিস শরীফের উপর রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য অনুযায়ী। আমি দ্বীন ইসলাম ছাড়া সমস্ত ধর্মের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। আমি জীবনে যে পরিমাণ গুনাহ্ করেছি সে সব থেকে খালেছ নিয়্যতে তাওবা করছি এবং আমি অন্তর থেকে স্বীকার করছি আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী এবং শেষ রাসূল। তাঁর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন প্রকার নবী এবং রাসূল হবে না। আমি খলিফায়ে রাসূলের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বায়াত করছি ইসলামের পাঁচটি রোকন— কালেমায়ে শাহাদাত, নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জের। এবং উহার উপর যে- আল্লাহর সাথে শরীক করব না। অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করব না। জিনা, চুরি, ডাকাতি করব না এবং কারো উপর অপবাদ দিবো না। প্রত্যেক কাজে রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করব। নাফরমানি করব না। মৃত্যু পর্যন্ত বায়াতে রাসুল এবং সুন্নী তরীকা ঠিক রাখব এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ছাড়া সমস্ত বাতিল ফেরকা থেকে পরিপূর্ণ লেনদেন থেকে বিরত থাকব এবং মৃত্যু পর্যন্ত অন্যের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করব না।

নাম: ... ...

জন্ম তারিখ: ... ...

ঠিকানা: ... ...

... ...

স্বাক্ষর : ... ... তারিখ : ... ...

মুনাজাতে ইমামে রাব্বানী (রাঃ)

১. এহি ইলতিজা তুজছে খোদায়ে দুজাঁহা মেরী +
কেহু কুরবা তেরে মাহবুব কে কদমো ফে জাঁ মেরী।

২. তেরী ছো কাট মেরা কিবলা তেরা কুছাহ্ জানা মেরী +
মেরা ঈমান তেরা ইশ্‌ক, তেরা যিকির জাঁ মেরী।

৩. না-ছম্‌জে আহলে জাহের ছে দূর মুঝকু মেরী মাওলা ছে +
পড়াহু বাঙ্গালামে লেকিন মদীনে মে হ্যায় জাঁ মেরী।

৪. উলুয়্যে শানমে তেরী মেরা এদরাক আজেজ হ্যায় +
তেরে আওছাফ মে আয় শাহ্ কা-ছের হ্যায় জবা মেরী।

৫. কিয়া হ্যায় তেরী চশ্‌মে মাস্তনে মাদহুস আলম কু +
ইদহার বিহি এক নজর ছদকে তেরে কদমো ফে জা মেরী।

৬. কবহি তু রেহম আ-জায়ে খোদাকে লাডলে কু বিহি +
আছর ইত্‌না তো দেখলাদে মুঝহে আহ্ ওফ্‌গাহ মেরী।

৭. ফানাহে চার ইয়ারে পাকমে হার লেহেজা রেহেতাহু +
এহি তেগ ও ছাফর মেরী এহি তীর ও কামা মেরী।

৮. কলিজা শাক্ হু জাতা হায় নায়া'তে মোস্তফা (দঃ. ছোন্‌কার +
মেরে আশ্‌য়া'র হ্যায় মুনকের কে হক মে বরছীয়া মেরী।

৯. গরজ মুজকু না রেজওয়াছে না খুলদে পাক ছে মুতলাব +
তেরে কদমো মে জান্নাত হ্যায় ইহাঁ মেরী ওহাঁ মেরী।

১০. নবীকা মাদাহ্ খাওয়াহু ে মেরী বখশিস মে তামিল কিয়া +
মেরী হুরি মেরা গেলমা মেরা কাউসার জাঁনা মেরী।

১১. তেরে রওজাহ্ ফে হার দম দেল মেরা কুরবান রাহ্‌তা হ্যায় +
তেরে কুছে কা কারতি হ্যায় তাওয়াফ আয় দোস্ত জা মেরী।

১২. খোদারা হক নুমা জালওয়া দেখা দিজিয়ে শাহে খুবাঁ +
বহুত মুদ্দাত ছে হ্যায় বেতাব চশ্‌মে খোঁ ফাসা মেরী।

১৩. আবেদ কয়েদ মে হ্যায় দুশমনে দ্বীন কি তু গম হ্যায় +
আবহি কাটতি হ্যায় শাহে দিঁ জুচাহে বেড়িয়া মেরী।

শাজরায়ে তরিকায়ে কাদেরীয়া নঈমিয়া

ছিলছিলায়ে বাইয়াতে রাসুল (দঃ)

০১. ইয়া ইলাহী হযরতে মোজাদ্দেদে জামান, কুতুবুল ইরশাদ, সাইখুল ইসলাম, খলিফাতুর রাসুল, ইমামে রাব্বানী **সাইয়্যেদ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল-মাদানী** কে ওয়াস্তে।

০২. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল ইরশাদ, শাইখুল হাদিছ, ছদরুল আফাজেল, উস্তাজুল ওলামা, **আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী** কে ওয়াস্তে।

০৩. ইয়া ইলাহী হযরতে আল্লামা **মুহাম্মদ গুল পেশওয়ারী** কে ওয়াস্তে।

০৪. ইয়া ইলাহী হযরতে আল্লামা শায়েখ **সাইয়েদ মোহাম্মদ কুত্বী খুলুকী মক্কি** কে ওয়াস্তে।

০৫. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **শায়েখ মোস্তফা আফ্নেদী মক্কি** কে ওয়াস্তে।

০৬. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ মেহ্মানে মক্কি** কে ওয়াস্তে।

০৭. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ্ মক্কি** কে ওয়াস্তে।

০৮. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ আলী** কে ওয়াস্তে।

০৯. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ ইয়াহিয়া** কে ওয়াস্তে।

১০. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ আবু বকর** কে ওয়াস্তে।

১১. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ ইসমাইল** কে ওয়াস্তে।

১২. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ আব্দুল ওয়াহাব** কে ওয়াস্তে।

১৩. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ নুরুদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

১৪. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ মোহাম্মদ দরবেশ** কে ওয়াস্তে।

১৫. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ হুসামুদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

১৬. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ নুরুদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

১৭. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ অলী উদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

১৮. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ জাইনুদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

১৯. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ শরফুদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

২০. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ সামসুদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

২১. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা **সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হাত্তাশ** কে ওয়াস্তে।

২২. ইয়া ইলাহী হযরত মাওলানা কুত্বে আলম **সাইয়্যেদ আব্দুল আজিজ ইবনে গাউছে আজম** কে ওয়াস্তে।

২৩. ইয়া ইলাহী হযরত ইমামুত তরীকত, গাউছুল আজম, মাহবুবে ছোবহানী, **সাইয়্যেদ আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

২৪. ইয়া ইলাহী হযরত কুত্‌বে আলম **শায়েখ আবু সাঈদ মাখজুমী বাগাদাদী** কে ওয়াস্তে।

২৫. ইয়া ইলাহী হযরত **শায়েখ আবুল হাসান হাক্‌কারী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

২৬. ইয়া ইলাহী হযরত **শায়েখ আবুল ফারাহ্‌ মোহাম্মদ তুশী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

২৭. ইয়া ইলাহী হযরত **শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ তামিমি বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

২৮. ইয়া ইলাহী হযরত **শায়েখ আব্দুল আজিজ তামিমি বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

২৯. ইয়া ইলাহী হযরত **শায়েখ আবু বকর মোহাম্মদ শিবলী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

৩০. ইয়া ইলাহী হযরত শায়েখ কুত্‌বে আলম, সাইয়্যেদুত তায়েফা **জুনায়েদ বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

৩১. ইয়া ইলাহী হযরত শায়েখ কুত্‌বে আলম **খাজা ছুররে সুক্‌তী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

৩২. ইয়া ইলাহী হযরত শায়েখ কুত্‌বে আলম **খাজা মা'য়ারুফ কারখী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

৩৩. ইয়া ইলাহী হযরত শায়েখ কুত্‌বে আলম **ইমাম মুসা আলী রেজা তুশী** কে ওয়াস্তে।

৩৪. ইয়া ইলাহী হযরত শায়েখ কুত্‌বে আলম **ইমাম মুসা কাজেম বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

৩৫. ইয়া ইলাহী হযরত শায়েখ কুত্‌বে আলম **ইমাম মোহাম্মদ বাকের মাদানী** কে ওয়াস্তে।

৩৬. ইয়া ইলাহী হযরত শায়েখ কুত্‌বে আলম **ইমাম জয়নুল আবেদীন মাদানী** কে ওয়াস্তে।

৩৭. ইয়া ইলাহী হযরত শায়েখ কুতুবুল আলম **ইমাম হুসাইন শহিদে কারবাল** কে ওয়াস্তে।

৩৮. ইয়া ইলাহী হযরত শাহেন শাহে বেলায়েত, আমিরুল মু'মেনিন **মাওলা আলী মুরতজা** কে ওয়াস্তে।

৩৯. ইয়া ইলাহী হযরত নূরে মোজাচ্ছাম, রহ্‌মতে আলম, মাহ্‌বুবে খোদা, সরওয়ারে আম্বিয়া, **আহ্‌মদ মোজ্‌তবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম** কে ওয়াস্তে।

মোজকু আপনা অলীয়ে কামেল ওয়া আশেকে রাসুল বানাদে।— আমিন।

শাজরায়ে তরিকায়ে কাদেরীয়া রেজভীয়া
ছিলছিলায়ে বাইয়াতে রাসুল (দঃ)

০১. ইয়া ইলাহী হযরতে নূরে মুজাচ্ছাম, রহ্‌মতে আলম, মাহ্‌বুবে খোদা, সরওয়ারে আম্বিয়া **আহ্‌মদ মোজ্‌তবা মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম** কে ওয়াস্তে।

০২. ইয়া ইলাহী হযরতে শাহেন শাহে বেলায়েত, আমিরুল মু'মেনিন **মাওলা আলী মোরতুজা কে** ওয়াস্তে।

০৩. ইয়া ইলাহী হযরতে ইমামুল আওলিয়া, সাইয়্যেদুত শোহাদা **ইমাম হুসাইন শহিদে কারবালা** কে ওয়াস্তে।

০৪. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল আক্‌তাব **ইমাম জয়নুল আবেদীন** কে ওয়াস্তে।

০৫. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল আলম **ইমাম মোহাম্মদ বাকের মাদানী** কে ওয়াস্তে।

০৬. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল আলম **ইমাম জাফর ছাদেক** কে ওয়াস্তে।

০৭. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল আলম **ইমাম মুছা কাজেম বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

০৮. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল আলম **ইমাম মুছা আলী রেজা তুশী** কে ওয়াস্তে।

০৯. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল আলম **খাজা মা'য়ারুফ কারখী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

১০. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল আলম **খাজা সুর্‌রে সুক্‌তী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

১১. ইয়া ইলাহী হযরতে কুত্‌বে আলম, সাইয়্যেদুত্‌ তায়েফা **জুনায়েদ বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

১২. ইয়া ইলাহী হযরতে শায়েখ **আবু বকর মোহাম্মদ শিবলী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

১৩. ইয়া ইলাহী হযরতে **শায়েখ আব্দুল আজিজ তামিমি ইয়ামনী** কে ওয়াস্তে।

১৪. ইয়া ইলাহী হযরতে **শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ তামিমি বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

১৫. ইয়া ইলাহী হযরতে **শায়েখ আবুল ফারাহ্‌ মোহাম্মদ তুশী** কে ওয়াস্তে।

১৬. ইয়া ইলাহী হযরতে **শায়েখ আবুল হাসান হাক্‌কারী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

১৭. ইয়া ইলাহী হযরতে কুত্‌বে আলম **শায়েখ আবু সাঈদ মাখ্‌জুমী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

১৮. ইয়া ইলাহী হযরতে ইমামুত্‌ তরিকত, গাওছুল আজম, মাহ্‌বুবে ছোবহানী, সাইয়্যেদ **শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

১৯. ইয়া ইলাহী হযরতে কুত্‌বে আলম **সাইয়্যেদ আব্দুর রাজ্জাক ইবনে গাওছে আজম বাগদাদী** কে ওয়াস্তে।

২০. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **সাইয়্যেদ আবু ছালেহ্** কে ওয়াস্তে।

২১. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **সাইয়্যেদ আবু নছর মহিউদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

২২. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **সাইয়্যেদ উল্ইয়া** কে ওয়াস্তে।

২৩. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **সাইয়্যেদ মুসা** কে ওয়াস্তে।

২৪. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **সাইয়্যেদ হাস্না** কে ওয়াস্তে।

২৫. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **সাইয়্যেদ আহ্মদ জিলানী** কে ওয়াস্তে।

২৬. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **শায়েখ বাহাউদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

২৭. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **সাইয়্যেদ ইব্রাহীম ইরজী** কে ওয়াস্তে।

২৮. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **শায়েখ মোহাম্মদ বোহ্কারী** কে ওয়াস্তে।

২৯. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **শায়েখ জিয়াউদ্দীন** কে ওয়াস্তে।

৩০. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **শায়েখ জামাল আউলিয়া** কে ওয়াস্তে।

৩১. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **শাহ্ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ মারেহারুবী** কে ওয়াস্তে।

৩২. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **সাইয়্যেদ আহ্মদ মারেহারুবী** কে ওয়াস্তে।

৩৩. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **শাহ্ ফাদলুল্লাহ্ মারেহারুবী** কে ওয়াস্তে।

৩৪. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **শাহ্ বরকত উল্লাহ্ মারেহারুবী** কে ওয়াস্তে।

৩৫. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল **শাহ্ আলে আহ্মদ আচ্ছি মিয়া মারেহারুবী** কে ওয়াস্তে।

৩৬. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল ইমামে আহলে সুন্নাত, কুতুবুল ইরশাদ, মোজাদ্দেদে জামান, আল্লামা **আহ্মদ রেজা খাঁন বেরলভী** কে ওয়াস্তে।

৩৭. ইয়া ইলাহী হযরতে পীরে কামেল, কুতুবুল ইরশাদ, মালেকুল ওলামা, শাইখুল হাদিছ **মোহাম্মদ জাফর উদ্দীন বিহারী** কে ওয়াস্তে।

৩৮. ইয়া ইলাহী হযরতে ইমামে রাব্বানী মোাদ্দেদে জামান, কুতুবুল ইরশাদ, শাইখুল ইসলাম, খলিফাতুর রাসূল **সাইয়্যেদ আবেদ শাহ্ মুজাদ্দেদী** কে ওয়াস্তে।

হাম ছবকো কামেলে মুমিন আওর আশেকে রাসুল বানাদে।— আমিন।

শাজরায়ে তরিকায়ে নক্‌সবন্দিয়া মোজাদ্দেদীয়া
ছিলছিলায়ে বাইয়াতে রাসুল (দঃ)

০১. ইয়া ইলাহী হযরতে মোজাদ্দেদে জামান, কুতুবুল ইরশাদ, শায়খুল ইসলাম, খলিফাতুর রাসুল, ইমামে রাব্বানী **সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্-মাদানী** কে ওয়াস্তে।

০২. ইয়া ইলাহী হযরতে কাইউমে জামান, কুতুবুল ইরশাদ, শাইখুল হাদিস **মাওলানা আবু সাইদ আহমদ খাঁন কুন্দিয়ানী** কে ওয়াস্তে।

০৩. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল ইরশাদ **মাওলানা সিরাজ উদ্দীন কান্দাহারী** কে ওয়াস্তে।

০৪. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল ইরশাদ **মাওলানা হাজী দোস্ত মোহাম্মদ কান্দাহারী** কে ওয়াস্তে।

০৫. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল ইরশাদ, ফানা ফিল্লাহ, **মাওলানা আবু সাইদ মোজাদ্দেদী দেহলভী** কে ওয়াস্তে।

০৬. ইয়া ইলাহী হযরতে মোজাদ্দেদে জামান, কুত্‌বে আলম, **মাওলানা গোলাম আলী শাহ্ দেহলভী** কে ওয়াস্তে।

০৭. ইয়া ইলাহী হযরতে কুতুবুল আকতাব, গাওছে জামান, মাওলানা **মজহারে জানে জানান শহিদে দেহলভী** কে ওয়াস্তে।

০৮. ইয়া ইলাহী হযরতে কুত্‌বে জামান **মাওলানা নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী** কে ওয়াস্তে।

০৯. ইয়া ইলাহী হযরতে কুত্‌বে ইরশাদ **মাওলানা শাইফুদ্দীন মোজাদ্দেদী সেরহিন্দি** কে ওয়াস্তে।

১০. ইয়া ইলাহী হযরতে কাইউমে জামান, কুতুবুল আকতাব, উরওয়া তুল উস্‌কা **খাজা মোহাম্মদ মা'য়াছুম মোজাদ্দেদী সেরহিন্দি** কে ওয়াস্তে।

১১. ইয়া ইলাহী হযরতে ইমামুত তরিকত, কাইউমে জামান, গাওছে দাওরান, খাজিনাতুর রাহ্‌মত, মাহবুবে জামদানী, ইমামে রাব্বানী **সৈয়দ শায়েখ আহমদ মোজাদ্দেদে আল-ফেসানী** কে ওয়াস্তে।

১২. ইয়া ইলাহী হযরতে কুত্‌বে আলম, ফানা ফিল্লাহ **খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ দেহলভী** কে ওয়াস্তে।

১৩. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা উমাঙ্গী বোখারী** কে ওয়াস্তে।

১৪. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা দরবেশ মোহাম্মদ ইস্‌ফরাজীকে** কে ওয়াস্তে।

১৫. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **জায়েদ হাচ্ছারী** কে ওয়াস্তে।

১৬. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা ওবায়েদুল্লাহ আহ্‌রার ছমরকান্দী** কে ওয়াস্তে।

১৭. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **মোহাম্মদ ইয়াকুব ছুরখী হাচ্ছারী** কে ওয়াস্তে।

১৮. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা আলাউদ্দীন আত্তার** কে ওয়াস্তে।

১৯. ইয়া ইলাহী হযরতে ইমামুত্ তরীকত গাওছে জামান খাজায়ে খাজেগান **সাইয়্যেদ বাহাউদ্দীন নক্সবন্দি বোখারী** কে ওয়াস্তে।

২০. ইয়া ইলাহী হযরতে কুত্বে জামান মাওলানা খাজা **সাইয়্যেদ আমির কুল্লাল সুখারী** কে ওয়াস্তে।

২১. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা মোহাম্মদ বাবা সাম্মাছী বুখারী** কে ওয়াস্তে।

২২. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা আজিজানে আলী রামিতিনী খাজেমী** কে ওয়াস্তে।

২৩. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা মাহ্মুদ আনজীর ফা'ফুয়ী বোখারী** কে ওয়াস্তে।

২৪. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা মোহাম্মদ আ'রেফ রাওগেরী বোখারী** কে ওয়াস্তে।

২৫. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা খাজায়ে জাহান **খাজা আব্দুল খালেক পাজ্ দেওয়ানী বোখারী** কে ওয়াস্তে।

২৬. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা আবু ইউছুফ হামদানী ফারসি** কে ওয়াস্তে।

২৭. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা আবু আলী ফারমেদী মাশহুদী** কে ওয়াস্তে।

২৮. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা আবুল হাসান খারকানী বোস্তামী** কে ওয়াস্তে।

২৯. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা **খাজা আবু ইয়াজীদ বোস্তামী** কে ওয়াস্তে।

৩০. ইয়া ইলাহী হযরতে মাওলানা কুতুবুল আক্তাব **ইমাম জাফর সাদেক ইবনে ইমাম মোহাম্মদ বাকের** কে ওয়াস্তে।

৩১. ইয়া ইলাহী হযরতে কুত্বে আলম **কাশেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক** কে ওয়াস্তে।

৩২. ইয়া ইলাহী হযরতে কুত্বে জামান সাহাবীয়ে রাসূল **সালমান ফারসী কে** ওয়াস্তে।

৩৩. ইয়া ইলাহী হযরতে আফ্জালুল উম্মাত ইমামুল সিদ্দিকিন সাইয়্যেদেনা **খলিফাতুর রাসূল আবু বরক সিদ্দিক** কে ওয়াস্তে।

৩৪. ইয়া ইলাহী হযরতে নূরে মোজাচ্ছাম, ফখ্রে আদম ওয়া বনিয়ে আদম, খাতামুন আম্বিয়া ওয়া মুরসালিন, রাহ্মাতুল্লীল আলামিন **আহ্মদ মোজ্তবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম** কে ওয়াস্তে।

মুজহে আপনা ওলীয়ে কামেল আওর আশেকে রাসুল বানাদে।— আমিন।